জের কি শোচনীয় অবস্থায় মধুসূদন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পাঠক ইহা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এ অবস্থায় যে, সে সময়কার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের নৈতিক অধঃপতন হইবে, তাহা বিস্ময়কর নয়। মধুসূদনের সমকালবর্ত্তী আরও অনেকে, জীবনে, তাঁহারই ন্যায়, দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা, একবার স্খলিতপদ হইয়া, আবার উঠিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা পারেন নাই, এই মাত্র পার্থক্য।

গৃহ এবং বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষার অভাব।

পানদোষের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতাও, ছাত্রাবস্থায়, মধুসূদনের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। যে শিক্ষায় ও শাসন-গুণে তরুণ বয়সের উদ্দামভাব সংযত হয়, গৃহে অথবা কলেজে, কোথাও, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার পিতামাতা, তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষার জন্য, যত্নের ও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু পুত্রকে ধার্ম্মিক ও নীতিপরায়ণ করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষাদানের ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন, তাঁহারা তাহার উপায় করিতে পারেন নাই। একমাত্র পুত্র বলিয়া, তাঁহারা মধুসূদনকে বাল্যাবধি আদরে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলেও কখন শাসন করিতেন না, বরং অনেক সময়, না বুঝিয়া, তাঁহার অশিষ্টাচারে প্রশ্রয় দান করিতেন।* সুতরাং শৈশব হইতে অত্যাদরে প্রতিপালিত মধুসূদনের পক্ষে তরুণ বয়সের উদ্দামভাব সংযত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার পিতামাতার ব্যবহারে যে ত্রুটী ছিল, কলেজীয় শিক্ষাতেও তাহা সংশোধিত হয় নাই। হিন্দু-কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে যিনি সকল বিষয়ে মধুসূদনের আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন, সেই রিচার্ডসন, বিদ্যা, বুদ্ধিতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি

---

* পরিশিষ্টে, গৌরদাস বাবুর লিখিত মন্তব্যে, পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, মধুসূদনের পিতা আলবোলার নল স্বহস্তে পুত্রকে দিতেন।

হইলেও, সুনীতিপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার দুর্নীতির ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় কলেজের ছাত্রগণের সকলেরই বিদিত ছিল। ছাত্রেরা, তাহা লইয়া, পরস্পরের মধ্যে, হাস্য, পরিহাস করিতেন। শিক্ষকই বাল্যকালে ছাত্রের আদর্শ। শিক্ষকের দোষগুণ ছাত্রের জীবনে নিত্যই প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে পিতামাতার এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রদত্ত শিক্ষায় ও শাসনগুণেই মনুষ্যের প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন, ইহার কোন স্থানেই, একটী উচ্চ আদর্শ দেখিতে পান নাই। মধুসূদনের চরিত্রের সমর্থনের জন্য যে, আমরা এই সকল কথা বলিতেছি, তাহা নয়। পাপ, যে অবস্থাতেই কৃত হউক, চিরদিনই পাপ; তাহার সমর্থন নাই। সুতরাং মধুসূদনের চরিত্র সমর্থনের জন্য এই সকল কথা নয়। কেবল কি অবস্থায় ও কিরূপ ঘটনাসম্মিলনে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। মধুসূদনের দুর্নীতিপরায়ণতার আরও একটী কারণ ছিল। একেই ত তিনি অতি কোমলহৃদয় ও প্রেমপিপাসু ছিলেন; তাহার উপর বায়রণের মাদকতাপূর্ণ কবিতা তিনি, সর্ব্বদা, অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। টমাস্ মুরের লিখিত বায়রণের জীবন-চরিত তাঁহার ছাত্রাবস্থায় অতি প্রিয়-গ্রন্থ ছিল এবং অনেক বিষয়ে বায়রণকেই তিনি নিজের আদর্শ মনে করিতেন। ছাত্রাবস্থায় বায়রণের অনুকরণে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিব। পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি বায়রণের অনুকরণে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বায়রণের প্রেমপিপাসাপূর্ণ কবিতা তরলহৃদয় মধুসূদনের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। বায়রণকে আদর্শ করিতে যাইয়া, তিনি সুনীতির ও মিতাচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছিলেন। ইহার পরিণাম ফল যে বিষময় হইবে, সে জ্ঞান তাঁহার

বায়রণকে আদর্শ করিবার ফল।

ছিল না। একবার তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রিয়সুহৃদ্ গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "দেখ, আমি ঋষিতুল্য ছিলাম, আমার কি অধঃপতন হইতেছে" (you see from an anchorite and monk I am becoming a decided rake"); কিন্তু লিখিলে কি হইবে? মেণ্টরের ন্যায় কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ, তাঁহার রক্ষার জন্য, আবির্ভূত হইলেন না। সুনীতির পিচ্ছিল বর্ত্মের অব্যবহিত পার্শ্বেই দুর্নীতির অতলস্পর্শ গহ্বর; মধ্যে আর কিছুই নাই। একবার পদস্খলন হইলে, কেহ আকর্ষণ করিয়া না রাখিলে, আর রক্ষা হয় না। কিন্তু পতনোন্মুখ মধুসূদনকে, কেশে ধরিয়া, আকর্ষণ করিয়া, রাখিতে পারেন, এমন কেহই ছিলেন না। মধুসূদন ভালবাসিয়া পরকে আপনার করিতে পারিতেন, কিন্তু আপনাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিতে জানিতেন না। পিতা হউন, মাতা হউন, শিক্ষক হউন, বন্ধু হউন, নিজের ইচ্ছা অপর কাহারও ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিবার শিক্ষা তাঁহার হয় নাই; সুতরাং তাঁহার উপর কাহারও অধিকার ছিল না। এই অধিকারের অভাবে কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। হতভাগ্য কবি, চিরজীবনের জন্য, দুর্নীতির নিবিড় অন্ধকারময় গহ্বরে নিপতিত হইলেন।

অধ্যয়নাবস্থায় মধুসূদনের চরিত্রে যে সমস্ত দোষ, গুণ পরিস্ফুট হইয়াছিল, আমরা একে একে তাহার সকলগুলিরই আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার অধ্যয়নশীলতা, সাহিত্যানুরাগ, প্রেম-প্রবণতা, বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা সমুদায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যে শিক্ষা তাঁহাকে "কবি মধুসূদন" করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। কবি-শক্তি মনুষ্যের প্রকৃতি-প্রদত্ত গুণ; সুতরাং হিন্দু কলেজের শিক্ষায় মধুসূদন যে কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তবে হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা হইতে তাঁহার প্রকৃতি-দত্ত শক্তি যে স্ফূর্ত্তিলাভের অনুকূল সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। রামগোপাল ঘোষের রাজনৈতিক

জীবন যেমন ডিরোজিয়োর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, মধুসূদনেরও সাহিত্যিক জীবন তেমনই রিচার্ডসনের প্রভাবে সংগঠিত হইয়াছিল। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষায়, মধুসূদনের কবি-শক্তি কিরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

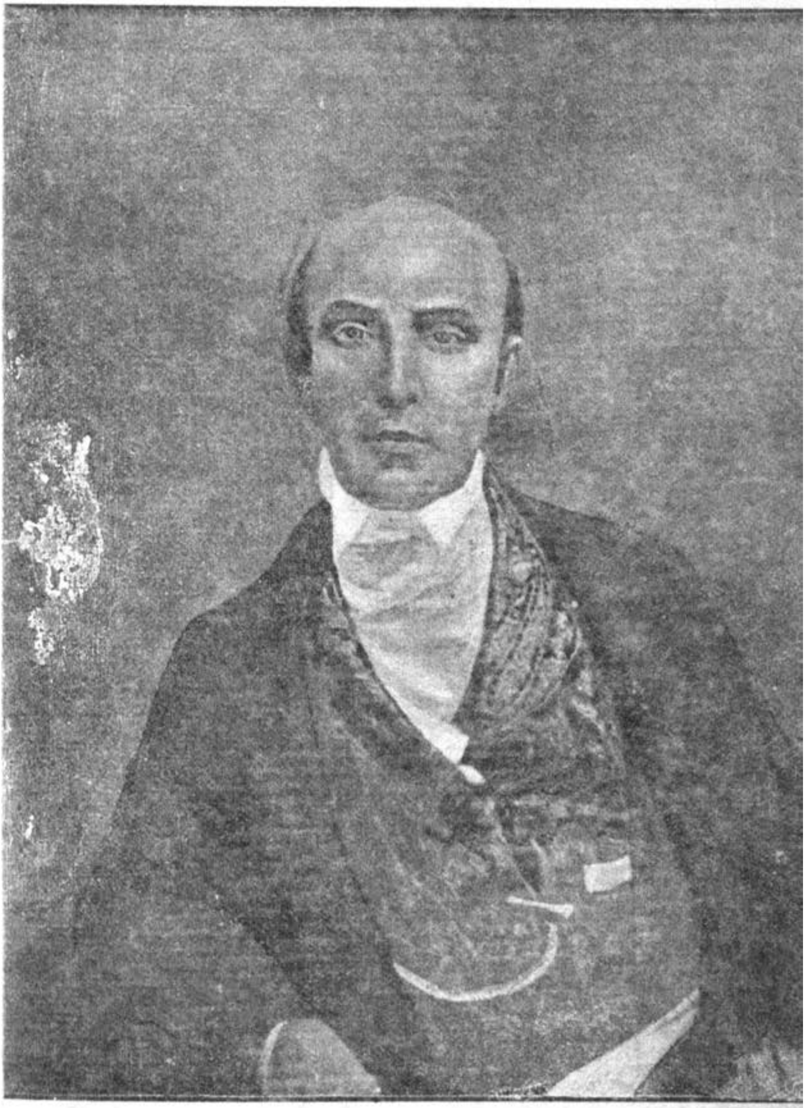
চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষাবস্থা—কবিতা রচনার অভ্যাস।

[১৮৪১—১৮৪২ খৃষ্টাব্দ]

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা ও রিচার্ডসন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে বঙ্গসমাজে এক্ষণে যে অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা তাহার প্রবর্ত্তনসম্বন্ধে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। যাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে হিন্দুকলেজ এই নবযুগ প্রবর্ত্তনে সক্ষম হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ডিরোজিয়োর এবং তাঁহার পরেই রিচার্ডসনের নাম উল্লেখযোগ্য। এদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই, ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ-জীবনগঠনে, ইঁহাদিগের দুইজনের ন্যায়, স্থায়ী প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারমূলক ঘটনাবলীর ইতিহাস লিখিতে হইলে যেমন ডিরোজিয়োর বিষয় আমাদিগের মনে হয়, আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইলে, তেমনই রিচার্ডসনের কথা আমাদিগের মনে পড়ে। বঙ্গীয় কাব্যশাস্ত্রে এক্ষণে যে যুগ বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রবর্ত্তয়িতা মধুসূদন, রিচার্ডসনেরই শিক্ষাগুণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর ন্যায় রিচার্ডসনেরও নাম ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তিনি যে, একসময়ে, এদেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর কিরূপ সমাদর-ভাজন ছিলেন, এবং এদেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন-গঠনে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনু-



মান করা দুঃসাধ্য। * রিচার্ডসন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির অধীনে সৈনিক-কার্য্যে ব্রতী হইয়া, এদেশে আগমন করেন। সৈনিক কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই তিনি সাধারণের নিকট কাপ্তেন রিচার্ডসন নামে খ্যাত। তিনি সৈনিক-কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা সাহিত্যের দিকেই ছিল। কিছুদিন কার্য্য করিবার পর, তিনি কোম্পানির অধীনতা ত্যাগ করেন, এবং অল্পদিন ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা, মহাত্মা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সহচারিত্ব করিয়া, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির অধীনে কার্য্য করিবার সময় হইতেই তিনি একজন সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়কার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় অনেক প্রধান, প্রধান সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তদ্ভিন্ন কয়েকখানি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন ও সাহিত্যবিষয়ক

---

* রিচার্ডসনের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ বসু নিজের আত্মচরিতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্য-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপিয়ার তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্সপিয়ার আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "I can forget everything of India but not your reading of Shakespeare." তিনি আশ্চর্য্যরূপে সেক্সপিয়ার বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে, "that shows his hoar leaves in the glassy stream, সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গাছের পাতা সবুজ, "hoar leaves" এই প্রয়োগ কবি কেন করিলেন? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্নভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তল ভাগ সাদা * * তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্ব্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, are you going to the theatre to-day? তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্কুল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন। তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। * * তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না, কিন্তু তথাপি হয়।"

পত্রিকার সম্পাদন দ্বারা তাঁহার নাম তাঁহার স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীরও পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিজের রচনাশক্তি অপেক্ষা অন্যের রচনার দোষ, গুণ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রকৃত কবি-কৌলীন্য উপলব্ধি করিবার সেরূপ শক্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদ ও অর্থগ্রহ করিতে, তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ অধ্যাপক এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। সে সময়কার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য, তিনি "ব্রিটনীয় কবিগণের সারসংগ্রহ" Selections from the British Poets নামক যে পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার গুণগ্রাহিতার ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সারসংগ্রহ পুস্তক এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু যে কেহ ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি, ইহার নির্ব্বাচন-প্রণালীর জন্য, রিচার্ডসনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালীও অতি চমৎকার ছিল। যে গ্রন্থ তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার দুরূহ অংশ সমূহ তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন যে, তাঁহার একবার আবৃত্তি মাত্র, ছাত্রদিগের অনেক স্থলে, তাহার অর্থগ্রহ হইত। সে সময়কার অনেক প্রসিদ্ধ রঙ্গশালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার নিকট সেক্সপীয়ার আবৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে তাঁহার এই আবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "আমি ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে, ভারতের আর সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে পারি, কিন্তু তোমার সেক্সপীয়ার আবৃত্তি বিস্মৃত হইতে পারিব না।" ডিরোজিয়োর

ডিরোজিয়োর ও রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষার পার্থক্য।

ন্যায় তিনিও তাঁহার ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির উন্মেষ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। তবে ডিরোজিয়োর শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে তাঁহার

শিক্ষা-প্রণালীর এই পার্থক্য ছিল যে, ডিরোজিয়ো ছাত্রদিগের বিচার-শক্তির উন্নতি-সাধনেরই অধিক চেষ্টা করিতেন; আর রিচার্ডসন ছাত্রদিগের ভাবগ্রাহিতার ও রসজ্ঞতার পরিবর্দ্ধনের জন্যই অধিক প্রয়াস পাইতেন। ডিরোজিয়ো, ছাত্রদিগের ধর্ম্ম, সমাজ এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের দোষ, গুণ আলোচনা করিয়া, নিজের নিজের গন্তব্যপথ নির্ণয় করিতে বলিতেন। আর রিচার্ডসন, তাঁহাদিগের ভাবগ্রহিতার উদ্দীপন করিয়া, তাঁহাদিগের সমক্ষে বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের গূঢ় সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতেন। ডিরোজিয়ো ও রিচার্ডসন, উভয়েই কবি, উভয়েই চিন্তাশীল। কিন্তু ডিরোজিয়োর কবিত্বের সঙ্গে দার্শনিক বিচারশক্তি প্রবল; রিচার্ডসনে কেবলই অমিশ্র ভাবপ্রবণতা। প্রথম কার্য্যক্ষেত্রের সহায়, দ্বিতীয় কল্পনাজগতের পথ-প্রদর্শক। ডিরোজিয়ো, ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিতেন, তাহার নিষ্কর্ষ এইরূপ; "দেখ, যে সমাজে আমাদিগের বাস, তাহাতে এই সকল কুসংস্কার; যাহা আমরা ধর্ম্ম বলিয়া সম্মান করি, তাহাতে এই সকল ভ্রম; এবং যে শাসন-নীতি অনুসারে আমরা পরিচালিত হইতেছি, তাহাতে এই সকল অত্যাচার বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজ বলিয়া নয়, সৃষ্টিকালাবধি এইরূপ ভ্রম, প্রমাদ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে, তাহাদিগের সংশোধনের আবশ্যকতা নাই, তাহা নয়। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া, এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া, এই সকল ভ্রম, কুসংস্কার এবং অত্যাচার নিবারণের চেষ্টাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।" রিচার্ডসনের সহিত ধর্ম্মনীতির অথবা সমাজনীতির বড় সম্বন্ধ ছিল না। তিনি ছাত্রদিগকে সুলেখক ও সুপণ্ডিত করিতে পারিলেই আপনার কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, এই বাহ্যজগৎ কেমন সুন্দর, কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই নক্ষত্র-মণ্ডিত আকাশ, এই তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র, এই সৌন্দর্য্যময় প্রদোষ, এবং এই জ্যোৎস্না-ধৌত রজনী কি অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত। পবিত্র

নিকট সতীর ন্যায় প্রকৃতি তাঁহার উপাসকের নিকট আপনার প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন। কবিগণই প্রকৃতির যথার্থ উপাসক। সাধারণের নিকট প্রকৃতির যে মূর্ত্তি শুষ্ক ও কঠোর বলিয়া বোধ হয়, কবির নিকট তাহা সরল ও লালিত্যময় প্রতীয়মান হয়। তোমরা প্রকৃতির উপাসক বা কবি হও, বাহ্যজগতের অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে।* এই সঙ্গে মানব-হৃদয়েরও গূঢ় রহস্য আলোচনা করিতে শিখ। অপমানিত মানব-হৃদয় প্রতিহিংসায় কি পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ এই সাইলকে; ভবিষ্যতে কি ঘটিবে চিন্তামাত্র না করিয়া প্রেমিক কেমন পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ এই রোমিও ও এই জুলিয়েটে; প্রণয়িণীর উপর সন্দেহ জন্মিলে প্রণয়ী কিরূপ উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ এই ওথেলোয়। এই বাহ্যজগতের ও এই অন্তর্জ্জগতের রহস্যভেদ করিতে না পারিলে, তোমাদিগের শিক্ষার সার্থকতা হইবে না। দেখ, যে মহাকবিগণ এই অপ্রত্যক্ষ

---

* তাঁহার সারসংগ্রহের ভূমিকায় রিচার্ডসন লিখিয়াছিলেন;—

To cold and vulgar minds how large a portion of this beautiful world is a dreary blank! They recognise nothing but an uninteresting monotony in the daily aspect of the earth or sky. It is the spirit of poetry which keeps the world fresh and young. To a poetical eye every morning's sun seems to look rejoicingly on a new creation. Poetry widens the sphere of our purest and most permanent enjoyments. It makes the familiar new, the past present, the distant near. It is the philosopher's stone discovered; it transmutes everything into gold.

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

It is the part of poetry to lift us above the reach of petty cares and sensual desires; and to make us feel that there is something nobler and more permanent than the ordinary pleasures of the world. It is a species of religion. Poets are nature's priests. They lead us "from nature upto nature's God."

জগৎ, বর্ণনা গুণে, তোমাদিগের প্রত্যক্ষ করাইতেছেন, তাঁহাদিগের কি সৃষ্টিনৈপুণ্য, কি রচনাকৌশল! যদি সুলেখক হইতে চাও, তবে ইঁহাদিগকে আদর্শ কর। এইরূপ শব্দবিন্যাস এবং এইরূপ ভাষার পারিপাট্য না হইলে রচনার উৎকর্ষ হয় না।” ডিরোজিয়োর ও রিচার্ডসনের প্রদত্ত এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায় যে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা সহজেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ সকলেই রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজসংস্কারক হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি ডিরোজিয়োর শিষ্যগণ তাঁহাদিগের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু রিচার্ডসনের ছাত্রগণ, সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়াই অধিক পরিচিত। প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মধুসূদন দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, এবং ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি রিচার্ডসনের ছাত্র। ইঁহাদিগের মধ্যে বাবু রাজনারায়ণ বসু ভিন্ন আর কেহ ধর্ম্মসংস্কারে অথবা সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। * বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায় যে বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে, ডিরোজিয়োর ও রিচার্ডসনের ছাত্রগণের জীবন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

উভয় প্রকার শিক্ষার বিভিন্ন ফল।

ডিরোজিয়োর ন্যায় রিচার্ডসনও তাঁহার ছাত্রদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয়ে ইংরাজী ভাষায় গদ্য, পদ্য রচনা করি-

রিচার্ডসনকে অনুকরণেচ্ছা।

* ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধ হইতেই রাজনারায়ণ বাবু ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কলেজীয় শিক্ষার সহিত তাঁহার বড় সম্বন্ধ ছিল না।

রার প্রবৃত্তি উদিত হইত। তিনি নিজে একজন অতি সুলেখক ছিলেন। অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণের রচনার ন্যায় তাঁহার নিজের রচনাও তিনি, অনেক সময়, ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার সুললিত কবিতার ও হৃদয়গ্রাহিণী আবৃত্তিতে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয় সহজেই মুগ্ধ হইত। তাঁহারাও আশা করিতেন, কতদিনে কাপ্তেন সাহেবের ন্যায় সুলেখক হইতে পারিবেন। রিচার্ডসনও ছাত্রদিগের এই আশা যাহাতে পূর্ণ হয়, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। তিনি তাঁহাদিগের রচনা অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি কোন সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করাইতেন। এরূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, ছাত্রদিগের উচ্চাভিলাষ এবং রচনা-প্রবৃত্তি সহজেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাপ্তেন সাহেবের ন্যায় সুলেখক হইব, রিচার্ডসনের ছাত্রমাত্রেরই হৃদয়ে এই বাসনা প্রবল ছিল। অন্যান্য ছাত্রেরা রিচার্ডসনের কেবল গুণগুলিরই অনুকরণ করিতেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার দোষগুলি পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী বলেন; * "একদিন মাধ্যাহ্নিক ছুটির সময়ে, যখন কলেজের অন্যান্য ছাত্রেরা আমোদ, প্রমোদ করিতেছিলেন, মধুসূদন, তখন, একা গৃহের এক নির্জ্জন অংশে বসিয়া, রিচার্ডসনের বাঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতেছিলেন। স্কুল-বিভাগের প্রথম শিক্ষক, জোন্স সাহেব, দেখিতে পাইয়া, তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মধুসূদনকে তদ্গতচিত্তে রিচার্ডসনের লেখার অনুকরণ করিতে দেখিয়া, তিনি হাসিয়া বলিলেন; "মধু, তুমি কি মনে কর, কাপ্তেন সাহেবের মত বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা হইলে তুমি এক জন বড় লোক হইবে?" মধুসূদন লজ্জায় নিরুত্তর রহিলেন এবং ব্যস্ততার

* বাবু বঙ্কুবিহারী দত্ত।

সহিত লিখিত বিষয়টী লুকাইয়া ফেলিলেন। রিচার্ডসনকে অনুকরণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের কিরূপ প্রবল ছিল, এই ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইবে। মধুসূদন যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় রিচার্ডসনের "সারসংগ্রহ পুস্তক" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকা অতি উপাদেয়। কাব্যানুশীলনের দোষগুণ রিচার্ডসন তাহাতে অতি সুন্দররূপ আলোচনা করিয়াছেন। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহা তাঁহার ছাত্রগণের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। মধুসূদন শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন, এবং মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সকলের সমক্ষেই বলিয়া উঠিলেন, "আহা, আমি যদি ইহার লেখক হইতাম" ("I wish I had been the auther of it")। সেই সুকুমার বয়সে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, মধুসূদনের কিরূপ উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাঁহার এইরূপ মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া যে কবিত্ববীজ মধুসূদনের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষায় ও আদর্শে তাহা এইরূপে উদ্ভিন্ন হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। কলেজের অতি নিম্ন শ্রেণী হইতেই মধুসূদন ইংরাজীতে গদ্য, পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাঁহার পূর্ণবয়সের রচনার সহিত তাঁহার বাল্য-রচনার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার সাহিত্যিক জীবন কিরূপে আরব্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য, আমরা তাঁহার বাল্যরচিত কয়েকটী কবিতা বর্ত্তমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব। পূর্ণবয়সে তিনি মিল্টনকে তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পঠদ্দশায় বায়রণই তাঁহার আদর্শ

বায়রণ, স্কট, মুর এবং ডিরোজিয়োর প্রভাব।

ছিলেন। বায়রণ, স্কট এবং মুর এই তিন জনেরই আদর্শে তিনি, তখন, তাঁহার রচনা-প্রণালী গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের অনুকরণে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহার "ক্যাপটিভ

লেডী” ও উদ্ধৃত কবিতাগুলি পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই তিন জন কবির ন্যায় ডিরোজিয়োও, মধুসূদনের প্রথম জীবনে কিয়ৎপরিমাণে, আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ডিরোজিয়ো যদিও, সে সময়, হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার নাম, তখনও, সেখানে জাগরূক ছিল, এবং তাঁহার কবিতা, তখনও, সেখানে সাদরে পঠিত হইত। অনেকে তাঁহাকে “য়ুরেসিয়ান বায়রণ” (Eurasian Byron) বলিতেন। যাহা কিছু হৃদয়কে উত্তেজিত ও আন্দোলিত করে, এবং যাহাতে প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছাস থাকে, সেইরূপ মাদকতাপূর্ণ কবিতাই তরুণবয়সে মধুসূদনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সুতরাং ডিরোজিয়োর বায়রণানুকারিণী কবিতায় তাঁহার হৃদয় সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। উভয়ের জীবনেও একটু সাদৃশ্য ছিল। ডিরোজিয়োর প্রথম কবিতা-পুস্তক তাঁহার অষ্টাদশবর্ষবয়সে প্রকাশিত হইয়াছিল; মধুসূদনও অষ্টাদশবর্ষবয়সে, হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে, কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতা-লেখক বলিয়া প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। উভয়েই বায়রণের শিষ্য এবং উভয়েই প্রেমপিপাসু ছিলেন; সুতরাং ডিরোজিয়োকে না দেখিয়াও মধুসূদন অপ্রত্যক্ষভাবে, তাঁহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্য মধুসূদনের প্রথম বয়সের লিখিত কোন কোন কবিতায় ডিরোজিয়োর কবিতার ছায়া লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহা ছায়ামাত্র। ডিরোজিয়োর কবিতার অনুকরণ করিব, মধুসূদনের সেরূপ বাসনা কখনই হয় নাই। যাঁহারা কাব্যজগতে সকলের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইব, বাল্যাবধি ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল; সুতরাং ডিরোজিয়োকে কখনও তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। এক মন্ত্রের উপাসক এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রবীণের সহিত নবীনের যে সম্বন্ধ থাকে, ডিরোজিয়োর সহিত তাঁহার সেই সম্বন্ধ ছিল, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

মধুস্থদনের রচিত কয়েকটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

I LOVED THEE!

I.

I lov'd thee—how oft on thy soft-beaming eye,
I've gaz'd with deep rapture and heart swelling high!
There was life in thy smile—there was death in thy frown;
Thy voice it was sweeter than melody's own!

II.

I lov'd thee—how oft Hope sooth'd me to dreams
Of paths strewn with flow'rs—of days gilt with beams;
'Twas bliss when on Future's horizon afar
The shrin'd thee in glory—my Destiny's star!

III.

But 'tis past—like a vision of ethereal ray
Thou camest—but to dazzle and vanish away—
A seraph forth straying from Heaven's bright bow'r,
In sun-shine and glory to bless—but an hour!

IV.

But 'tis past—what is past?—Can it be that fond breast
Is now cold as the sod it hath silently prest—
Can it be that those eyes—so soft and so bright—
Are now quench'd in the grave's eternal-dark night!

V.

How fain would I dream 'tis delusive and vain—
How fain would I dream thou wilt come back again—
But Reality lends all a tongue and a tone.
To break the sweet spell by fond Fancy thus thrown!

MÆONIDES.

SONG.

THEY ASK ME WHY I FADE AND PINE.

They ask me why I fade and pine.
And seem oppressed with woe?
They say what care now can be mine,
To cloud my youthful brow?

Alas!—they know not that I die
Of pains that none can heal,
Save those dear smiles and that blue eye
Who soon as Lethe's murmuring rill,
Can lull my woes t' eternal sleep,
And make me cease to sigh and weep!

That cruel—that relentless maid,
Of heart more hard than stone,
Cares not, why thus I pine and fade,
And why oft thus I moan!

When fondly turn my ravished eyes
On her sweet cheeks to gaze,
What life embittering frowns arise
And could that heavenly face!

O! thus abandoned to despair
I've naught but grief for me;
My life a wilderness appear
Overgrown with misery!

28th March. 1841.
KIDDERPORE.

M. S. DUTT.

THE FORTUNATE RAINY DAY.

(Written at the request of my beloved friend,
Babu Gour Dass Bysack Mohashoy.)

Lo! sweet was the hour;—and a balmy shower of rain,
Revived th' drooping beauties of each flowery mead and plain;
Like tyrants, bereft of their power, as they fly,
The proud scorching sun was retiring in the sky—
And tuneful Zephyr warbled his heart entrancing song,
And sighed, as he wandered yon green groves among;
When gladly I met her beneath you Almond tree,
(Oh sacred as Elysium be its happy shades to me!)
There I kissed and embraced her;—and oh!—who can tell
What passions tumultuous did in my bosom swell!
What tears joy-speaking rushed forth from my eyes!
They bathed her snowy hands—while I warmed them with my sighs!

29th March, 1841.
KIDDERPORE.

M. S. D.

"MY FOND SWEET BLUE-EYED MAID."

I.

Though in a distant clime I roam,
By Fate exiled from thee;
And tho' the sweets of native home
Are thus estranged from me;
Yet oh! e'en in my gloomiest hour
I've a joy that can console
Me, and calm the storms of grief that lour
The sun-shine of my soul!

II.

Fond Fancy, sweet enchantress,
Oft with her visions gay,
Does chase my sad heart's dreariness
And banish it far away;
I dream of that e'er-lovely scene
Where in life's morning hour,
We fondly loitered on the green
And cull'd each rosy flower.

III.

I dream—I steal the silent kiss,
Tho' tremble while I take,
Like am'rous moon-beams that embrace
And kiss yon silvery lake:
I dream—I see those azure eyes
Dance star-like in that face,
That face the better Paradise,
Where Ang'ls sigh t' pass their days!

IV.

When wildly comes the tempest on,
When Patience with a sigh
The dreadful thunder storm does shun
And leave me 'lone to die;
I dream—and see my bonny maid;
Sudden smiling in my heart;
And oh! she revives my spirit dead
And bids the tempest part!

V.

I smile—I 'gin to live again
And wonder that I live;

O' tho' flung in an ocean of pain
I've moments to cease to grieve!
Dear one! tho' Time shall run his race,
Tho' life decay and fade,
Yet I shall love, nor love thee less,
"My fond sweet blue-eyed maid!"

26th March, 1841.
KIDDERPORE.

M. S. D.

মধুসূদনের বাল্য-রচনার মধ্যে এইরূপ প্রেমোচ্ছাসপূর্ণ কবিতাই অধিক। অল্পবয়সে তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহ কিরূপ অকাল-পক্ক হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইবে। এই শ্রেণীর কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। অন্যবিষয়ক কয়েকটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। তরুণবয়স্ক মধুসূদনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক নিম্নলিখিত কবিতাটীর উপক্রমণিকা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। তাঁহার উত্তরকালীন ব্যবহার স্মরণ করিলে, ইহাতে প্রকাশিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহাসাত্মক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

EVENING IN SATURN.

A SONNET IN BLANK-VERSE DEDICATED TO A PIGMY

PREFACE.

Reader! who ever publishes a sonnet with a preface? I hear, or fancy that I hear, you say "*none*"! Well! I publish. I am an enemy to what men call "custom." But be that as it is, I publish my sonnet with a preface; I have to teach the world something

new. Don't get offended. Behold! I have written a *sonnet in blank-verse*! What a rare experiment! Believe me, Reader, the Muse appeared not to resent this "breach of etiquette" towards her. O Joy! O Glory! O Happiness! that I have done successfully what none dared do before me! Excuse this short outbreak of impassioned exclamation. I have laid my scene in the Planet Saturn, because I despise every thing earthly.

A beauteous veil of burning gold did hide
The Day-god's brow resplendent: and the sky
Like to a canvass on its bosom wore
Sweet forms, the pencil of meek Even drew!—
Now many a bird,—not Kokils—Philomels—
But of diviner kinds—began to sing
So sweet a dirge above the bier of day,
As might have made, ye, sons of this poor earth!
Sigh for a death that is so fondly mourned.
Now from the west rose six moons hand in hand—
Like a soft band of beauties—blushing—fair—
Oh! how their beams did brighten all the scene;
Their lights fell on the lakes and murmuring rivers,
Like silver mantles:—Here the Sonnet endeth!

Crook back.

KING PORUS—A LEGEND OF OLD.

"We ne'er shall "look upon his like again!"—Shakespear.
When shall such hero live again?—Byron.

I.

Loudly the midnight tempest sang,
Ah! 'twas thy dirge, fair Liberty!

And clouds in thundering accents roar'd
Unheeded warnings from on high ;
The rain in darksome torrents fell,
Hydaspes' waves did onward sweep,
Like fiery Passion's headlong flow,
To meet th' awaken'd calling deep ;
The lightning flash'd bright—dazzling, like
Fair woman's glance from 'neath her veil ;
And on the heaving, troubled air,
There was a moaning sound of wail ;—
But, Ind ! thy unsuspecting sons
Did heedless slumber,—while the foe
Came in stealthy step of death,—
Came—as the tiger, noiseless, slow,
To close at once its victim's breath !
Alas ! they knew not 'midst this gloom,
This war of elements, was nurst,—
Like to an earthquake in the womb
Of a volcano,—deep and low—
A deadlier storm—on them to burst !

II.

'Twas morn ; the Lord of Day,
From gold Sumero's palace bright,
Look'd on his own sweet clime,
But, lo ! the glorious flag,
To which the world in awe once bow'd,
There in defiance waved
On India's gales—triumphant—proud !—
Then rose the dreadful yell,—

Then, lion like, each warrior brave
Rushed on the coming foe,
To strike for freedom—or tne grave !
Oh Death ! upon thy gory alter
What blood-libations freely flow'd !
Oh Earth ! on that bright morn, what thousand
Rendered to thee the dust they ow'd !—
But 'fore the Macedonians driven—
Fell India's hardy sons,—
Proud mountain oaks by thunders riven—
That for their country's freedom bled—
And made on gore their glorious bed !

III.

But dauntlessly there stood
King Porus, towering 'midst the foe,
Like a Himala-peak
With its eternal crown of snow :
And on his brow did shine
The jewell'd regal diadem
His milk-white elephant
Was deck'd with many a brilliant gem.
He reck'd not of the phalanx
That 'round him closed—but nobly fought,
And like the angry winds that blow,
And lofty mountain-pines lay low,
Amidst them dreadful havoc wrought,
And thin'd his crown and country's foe !
The hardiest warriors, at his deeds,
Awe-struck quail'd like wind-shaken reeds !

They dared not look upon his face,
They shrank before his burning gaze,
For in his eye the hero shone
That feared not death;—but high—alone—
A being as if of lightning made,
That scorch'd all that it gazed upon—
Trampling the living with the dead.

IV.

Th' immortal Thund'rer's son,
Astonish'd eyed the heroic king;
He saw him bravely charge
Like his dread father,—fulmining :—
Tho' thousands' round him clos'd,
He stood—as stands the ocean rock
Amidst the lashing billows,
Uumoved at their fierce thundering shock.
But when th' Emathian conqueror
Saw that with gaping wounds he bled,
"Desist—desist!"—he cried—
"Such noble blood should not be shed!"
Then a herald was sent
Where bleeding and faint,
Stood, 'midst the dying and the dead,
King Porus,—boldly, undismayed :
"Hail, brave and warlike prince!
Thy gen'rous rival bids thee cease—
Behold! there flies the flag,
That lulls dread war, and wakens peace!"

* * * * * *

V.

Like to a lion chain'd,
That, tho' faint—bleeding—stands in pride—
With eyes, where unsubdued
Yet flash'd the fire—looks that defied :—
King Porus boldly went
Where 'midst the gay and glittering crowd
Sat god-like Alexander ;
While 'round, Earth's mightiest monarchs bow'd
King Porus was no slave ;
He stooped not—bent not there his knee,—
But stood, as stands an oak,
In Himalayan majesty.
'How should I treat thee ?' ask'd
The mighty king of Macedon :
"Ev'n as a king", replied
In royal pride, Ind's haughty son.
The conq'ror pleas'd,
Him forth releas'd :
Thus India's crown was lost and won.

VI.

But where, oh ! where is Porus now ?
And where the noble hearts that bled
For freedom—with the heroic glow
In patriot bosoms nourished—
—Hearts, eagle-like that recked not death,
But shrank before foul Thraldom's breath ?
And where art thou—Fair Freedom !—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime !

When glory's halo round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,
Like her own towering Himalyé
To kiss the blue clouds thron'd on high
Clime of the sun !—how like a Dream—
How like bright sun-beams on a stream
That melt beneath gray twilight's eye—
That glory hath now flitted by !
The crown that once did deck thy brow
Is trampled down—and thou sunk low :
Thy pearl, thy diamond, and thy mine
Of glistening gold no more is thine !
Also !—each conquering tyrant's lust
Has robb'd thee of thy very dust !
Thou standest like a lofty tree
Shorn of fruits—blossoms—leaves and all—
Of every gale the sport to be,
Despised and scorned e'en in thy fall !

উপরি উদ্ধৃত তেজোগর্ভ কবিতাটী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের "লিটারারী গ্লীনার" "(Literary Gleaner)" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যে ওজোগুণ মধুসূদনের কবিতার প্রধান লক্ষণ, আমরা ইহাতে তাহা সুস্পষ্ট দর্শন করি। অষ্টাদশবর্ষবয়সে, স্বদেশের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া, মধুসূদনের হৃদয় কিরূপ উচ্ছসিত হইত, এই কবিতা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার শেষ কয়টী পংক্তি পাঠককে ডিরোজিয়ো প্রণীত "ফকীর অফ্ জঙ্গিরা" কাব্যের উৎসর্গপত্র স্মরণ করাইয়া দিবে।

SONNET.

(Composed on the Ochterlony Monument.)

(Dedicated, as usual, to G. D. Bysac.)

Lo ! raised upon this vast aerial height,
This realm of air—free, uncontrolled I stand :
Behold ! beneath me how the grovelling band
Of this poor earth,—like emmets, whom the sight
Can scarce perceive,—are passing sadly by !
But what are they ?—poor things of mortal clay !
Thus pomp—thus pow'r—thus glory flit away
Like the bright meteor-glances of the sky,
When the black clouds do veil it. 'Round me now,
The boundless sea of air, in calm profound,
Is sleeping gently :—and the silent queen
Of swarth complexioned night, pale and serene,
Is rising brightly ! Oh ! how sweetly round
Falls the bright silver light of her calm brow !

KIDDERPORE, }
1842. } M. S. DUTT.

মধুসূদনের এই সকল কবিতা সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ না হইলেও, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে বিদেশীয় ভাষায় এরূপ কবিতা লেখা সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নয়। কবিশক্তি মনুষ্যের অতি দুর্ল্লভ গুণ; দেবতানুগ্রহ ভিন্ন ইহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জননী প্রকৃতি মধুসূদনকে এই দুর্ল্লভ শক্তি এরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন যে ভাষা শিক্ষা করিতেন, অতি অল্প-

য়াসেই তাহাতে কবিতা লিখিতে পারিতেন। আলেক্‌জন্দার পোপ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মধুসূদনেরও সম্বন্ধে, বোধ হয়, তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রকৃতই তিনি

"Lisped in numbers for the numbers came."

পোপের ন্যায় তিনিও বাল্যসুহৃদ্‌দিগকে কবিতায় পত্র লিখিতেন, এবং কবিতা রচনা করিয়া উপহার দিতেন। কোন একখানি পুস্তক চাহিবার বা প্রত্যর্পণ করিবার সময়ে তিনি বাল্যবন্ধুদিগের নিকট, কখন কখন, কবিতাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। অবশ্য এরূপ কবিতায় কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু সৌন্দর্য্য না থাকুক, তাহাতে কৌতুকের বিষয় যথেষ্টই আছে। একজন প্রতিভাবান্ কবির স্বাভাবিক শক্তি কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইতে যেমন কৌতূহল জন্মে, অবগত হইতে পারিলেও তেমনই উপকার আছে। আমরা, সেইজন্য মধুসূদনের রচিত কয়েকটী ক্রীড়া-কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বীর বালক, যেমন, বন্দুক, কামান লইয়া বাল্যক্রীড়া করে; শিশু কবিও, তেমনই, কবিতা রচনা দ্বারা, আপনার ভাবী জীবনের আভাস প্রদান করেন; উভয়ই স্বাভাবিক। মানবজীবনেও যেমন, কবি-শক্তিতেও তেমনই, শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য থাকে। যিনি

কবিতা-ক্রীড়া।

পূর্ণবয়সে মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কিশোর-বয়সের এই কবিতা-ক্রীড়া দেখিয়া, পাঠক অবশ্যই কৌতুক লাভ করিবেন।

STANZAS ON GRANTING "LEAVE OF ABSENCE" TO MY MUSE.

1.

Months, years are gone away,
Since I my court did pay to thee;

Since never I have pass'd a day,
Beloved Muse !—but 'twas with thee :

II.

But now go to "Cape of Good Hope"
Or "Singapore" or where you will :
For thou art, Lady ! quite worn out,
And let me for a while be still !

III.

Needst thou a testimonial
Of my affection, Love ! for thee ?
This single fact, Ma'am ! will suffice
That all I sacrifice for thee !

IV

Farewell ! But oh ! remember me,
Return, before our "Monthlies" all,
The "Gleaner"—"Blossom"—"Comet" * tempt
Me, to scribble for them all.

To G D. B.

DEAR SIR,
"Lend me your Rollin"—how oft have I said,
Yet you do lend it not :—But you evade
Me, with a silly, Banee-like † reply ;—
I do not this expect from thee ; and why ?

---

* "গ্লীনার" "ব্লসম" এবং "কমেট" সে সময়কার তিনখানি সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকার নাম। মধুসূদন এই সকল পত্রিকায় রিচার্ডসনের উপদেশ অনুসারে কবিতা লিখিতেন।

† বেণীমাধব নামক মধুসূদনের একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন। "বেণীর মত", এই কথাটীকে বিশেষণ করিয়া, Banee-like পদটী সৃষ্টি করা হইয়াছে।

Because I love, respect and honor thee,
And think you are a man of honesty ?—
There is a lad,—his name I will not tell,
Who loves me not, tho' I do love him well,—
Unask'd that wanted me this book to lend ;
But has he done it ?—no !—he is a friend
That rather would insult, than honor me ;—
I am, dear sir, your servant M. S. D.

KIDDERPORE,
The Poet's Residence,
6th April 1842.

To G. D. B.

I thought I shall be able,
(Making thy lap my table)
To write that note with ease :—
But, ha ! your shaking
Gave my pen a quaking ;—
Rudeness ne'er saw I like this !—

Hindu College. M. S. D.

Gour, excuse me that in verse
My Muse desireth to rehearse
The gratitude she oweth thee ;—
I thank you and most heartily :
The notion that my friend thou art
Makes me reject the flatterer's art.

Here is your book ;—my thanks too here
That as it was, and these sincere.

KIDDERPORE. Believe me, most amiable Sir,
Your most devoted servant,
The Poet.

মধুসূদনের পত্র, অথবা কবিতা এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত।

প্রথম বাঙ্গালা-কবিতা।

বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গেই মধুসূদনের নাম চির-দিন গ্রথিত থাকিবে ; সুতরাং তাঁহার ইংরাজী রচনা অপেক্ষা শৈশবের বাঙ্গালারচনা পাঠ করিতেই পাঠকগণের অধিকতর আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের সে আগ্রহ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালাভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালাভাষা অশিক্ষিতের ও বর্ব্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিয় সুহৃদ গৌরদাস বাবুর অনুরোধে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটী সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টী পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে "গউর দাস বসাক" এইরূপ হইবে। ইহাতে, বর্ণাশুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া, ভাষাগত, ভাবগত, নানাবিধ দোষ আছে ; কিন্তু মেঘনাদবধ-রচয়িতার প্রথম বাঙ্গালা রচনা বলিয়াই আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

বর্ষাকাল।

"গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।

রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥"

এইরূপ আরও একটি কবিতা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল;—

হিমঋতু।

"হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুণে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বস আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে॥"

কবিতাটীর অর্থ কি, পাঠক মহাশয় নিজেই তাহা বুঝিয়া লইবেন।

বাঙ্গালা ভাষার তৎকালীন অবস্থা।

তখন বঙ্গ-সাহিত্যে গুপ্ত-কবির রাজত্বকাল; বিদ্যালয়ের বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই তখন গুপ্ত-কবির অনুরাগী ও অনুকরণকারী। সেই জন্যই, বোধ হয়, মধুসূদনের কবিতায় এত

শব্দালঙ্কারের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এইরূপ দুই একটী কবিতা ভিন্ন মধুসূদন ছাত্রাবস্থায় বাঙ্গালাভাষায় আর কিছু রচনা করেন নাই। তাঁহার সমকাল-বর্ত্তী অন্যান্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, ইংরাজী-সাহিত্যের অনুশীলন ও ইংরাজী-ভাষায় গ্রন্থ রচনা দ্বারাই তিনি যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। বাঙ্গালা-ভাষা-সম্বন্ধে কখন কোন প্রসঙ্গ হইলে তিনি অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, "বাঙ্গালা-ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" মধুসূদনেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। বাঙ্গালা-ভাষার তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাতে পাশ্চাত্য-ভাষায় সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার অনুশীলন দ্বারা তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহাদিগের চেষ্টায় এক্ষণে বাঙ্গালা-ভাষা সমৃদ্ধিমতী হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের কেহই তখন লেখনী ধারণ করেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা-ভাষার পিতৃস্থানীয় বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত তখন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন। কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বাঙ্গালা-ভাষার যে দুই একজন কবির প্রতি মধুসূদনের অনুরাগ ছিল, তাঁহাদিগের কাব্য কলেজে পঠিত হইত না। রামরাম বসু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য-চরিত," ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "পুরুষ-পরীক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থ তখন কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছিল। এই সকল পুস্তকের ভাষা যে কি উপাদেয়, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত প্রবেশিকা-পরীক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক কখনও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার একখানি প্রশ্নপত্র হইতে কয়েকটী পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হই-তেছে। সে সময়কার ছাত্রেরা বাঙ্গালা-ভাষা আলোচনার কিরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন, এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে :—

sery could not be effaced ! It is needless to dwell upon the numerous benefits a child may derive from an educated nurse. In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females, (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is very great ; for unless they are enlightened, they spread the infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is woman who first gives ideas to the future philosopher and the would-be poet. The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete. The very idea of so sweet a possession awakens even in the most prosaic bosoms feelings truely poetical. Who is there that would not give up

"All Bokhara's vaunted gold,
And all the gems of Samarcund,"

for it ? This is surely what a poet calls—

"The foretaste of the joys of Heaven !"

In India, I may say in all the Oriental countries, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the

pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it.

Hindoo College MODHU SOODON DUTT.

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস।

আমরা বলিয়াছি যে, রিচার্ডসনের যত্নে, মধুসূদনের বাল্য কালের লিখিত অনেক কবিতা সে সময়কার সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইত, এবং সেই জন্য, ছাত্রাবস্থাতেই, তিনি অনেকের নিকট একজন ভাবী সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি, যে পূর্ণবয়সে একজন কবি হইবেন, তাঁহার সমকালবর্ত্তী ছাত্রদিগের সকলেরই সে। সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে তাঁহাকে তখনই "কবি" বলিয়া ডাকিতেন। মধুসূদনের নিজেরও দৃঢ়-সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, একদিন জগৎ তাঁহার কবিত্বের গৌরবে বিস্মিত হইবে। তিনি তাঁহার প্রিয়কবি বায়রণের জীবনচরিত পাঠ করিয়া, তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ গৌরদাসবাবুকে লিখিয়াছিলেন ;—*

I am reading Tom Moor's Life of my favourite Byron :—a splendid book upon my word. Oh ! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I shall be if I can go to England !"

অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক একজন বালককে নিজের সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যৎ-বাণী করিতে দেখিলে, বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। বাল্যাবধি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসই প্রকৃত মহত্ত্বের চিহ্ন এবং মনুষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান। আপাততঃ প্রগল্‌ভতা-পূর্ণ বোধ হইলেও ইহা অন্তর্নিহিত শক্তির পরি-

---

* প্রথম পত্রের শেষাংশ দেখুন।

চায়ক। বালক মধুসূদনের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে কি না, বঙ্গ-সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ইংলণ্ড গমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

ইংলণ্ড-গমন-সম্বন্ধে পঠদ্দশা হইতে মধুসূদনের কিরূপ প্রগাঢ় বাসনা ছিল, তাঁহার পত্রের উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন। ইংলণ্ড কবি-প্রসবিনী; সেক্সপীয়ার, মিল্টন এবং তাঁহার প্রিয় কবি বায়রণের জননী। সুতরাং ভক্ত যেমন আরাধ্য-দেবের, অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র-দর্শন নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণের অনুকূল বলিয়া মনে করেন, মধুসূদনও তেমনই ইংলণ্ড-গমন তাঁহার কবি-শক্তি পরিপুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি তমলুক দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। তমলুক সমুদ্র হইতে অবিদূরে নদীমুখে অবস্থিত। তমলুক গমনের পথে ইংলণ্ডগামী অর্ণব-পোত-সমূহ দর্শন করিয়া, মধুসূদনের বালক-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন;—

"I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow; but Gour, there is one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period—which I hope is not far off—ploughing its bosoms for England's glorious shore. The sea from this place is not very far; what a number of ships have I seen going to England"!

কেবল পত্রে নয়, কবিতাতেও তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের Literary Gleaner পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন;—

Oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be;
Its green robed meads,—gay flowers and cloudless sky,
Though passing fair, have but few charms for me.

For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes e'en the lowest happy ;—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest :—climes where science thrives,
And genius doth receive her guerdon meet ;
Where man in all his truest glory lives,
And nature's face is exquisitely sweet :
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die.
KIDDERPORE, 1842

ইহার একবৎসর পূর্ব্বের লিখিত আর একটী কবিতাতেও তিনি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে কবিতাটী এই ;—

EXTEMPORARY SONG.

I.

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green,—its mountains high ;—
Tho' friends, relations I have none
In that far clime,—yet oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave !

II.

My father, mother, sister all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew.
And oh ! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land !

KIDDERPORE, 1841. M. S. DUTT.

মধুস্থদনের বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডে গমন করিতে না পারিলে তাঁহার কবি-শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু তাঁহার জীবনে ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইয়াছে। মেঘনাদ, বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি, সমস্তই, তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, তিনি যে দুই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। বিদেশীয় শিক্ষার ফলে ভারতসন্তান, কেমন, স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইয়া, বিদেশের সকলই স্থন্দর দেখিতে শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার ইংলণ্ড-গমন-বিষয়ক কবিতা হইতে তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "যে দেশ স্বাধীনতার বিলাস-ভূমি, যেখানে লোকে প্রতিভার সমাদর করিতে জানে, এবং যেখানে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই দেশ দেখিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল।" এ সকল কথায় আপত্তি নাই; কিন্তু যখন আবার তাঁহার মুখে শুনিতে পাই, যে "যে দেশে প্রকৃতির মুখ অতুল সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, যেখানে শ্যামল উপত্যকা এবং উচ্চ পর্ব্বতমালা বিরাজিত রহিয়াছে, সেই দেশ দেখিবার জন্য আমার হৃদয় উৎস্থক;" তখন আমাদিগের মনে হয়, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় আমাদিগকে কি দৃষ্টিহীন করিয়াই ফেলিতেছে! নহিলে হিমাচল-কিরীটিনী ভারতভূমির সন্তান, ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র শৈলমালা দর্শনের জন্য, এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন কেন?

অন্তর্নিহিত স্বদেশানুরাগ।

মধুস্থদনের ইংলণ্ড-গমন-সম্বন্ধীয় কবিতা হইতে পাঠক, হয় ত, মনে করিতে পারেন যে, তিনি পাঠদশায় স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি বীতরাগ হইয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইংলণ্ড গমনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ এবং আচার, ব্যবহারে য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণ করিলেও অন্তরে স্বদেশের প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার ব্যবহারে যে কোন

ত্রুটী ছিল না, তাহা নয় ; তবে কেহ কেহ যে, তাঁহাকে স্বদেশের ও স্ব-সমাজের প্রতি অনুরাগশূন্য বলিয়া দোষারোপ করেন, তাহা আদৌ সঙ্গত নয়। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, মধুসূদনেরও ব্যবহার-সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে। স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্ত্বেও, শিক্ষা ও সংসর্গ গুণেই, তিনি স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষাবান্ হইয়াছিলেন। দোষ যদি থাকে, তবে তাহা তাঁহার বিচারশক্তির, তাঁহার হৃদয়ের নয়। যে সময়ে তিনি ইংলণ্ডে গমনের জন্য তাদৃশ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েরই লিখিত তাঁহার আর একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা পাঠ করিলে কে বলিবেন, যে, ইহার প্রণেতা স্বজাতি-প্রেমিক ছিলেন না, এবং স্বজাতীর গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন না ? পরস্পর বিরোধী কত ভাবই যে মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে, তাহার সংখ্যা নাই। লোকে, তাহা বিবেচনা না করিয়া, মানব-চরিত্রের একাংশ মাত্র দর্শন করিয়া, নিন্দা বা প্রশংসা করেন।

মধুসূদনের লিখিত কবিতাটী এই ;—

WRITTEN AT THE HINDU COLLEGE BY A NATIVE STUDENT.

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future flower's to deck my country's brow.
Thus kindly nurtured in this nursery !—
Perchance unmark'd some here are budding now.
Whose temples shall with laureate-wreaths be crown'd
Twined by the sister Nine ;—whose angel-tongues
Shall charm the world with their enchanting songs.

And time shall waft the echo of each sound
To distant ages :—some perchance here are,
Who with a Newton's glance shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star ;
And like a god unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality !

M. S. D.

মধুসূদন তাঁহার সমকালবর্ত্তী ছাত্রগণের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, তাহা, তাঁহার আশানুরূপ সফল না হইলেও, নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন।

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের প্রকৃতি গঠনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, পাঠক, এইবার বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে, তিনি যে সময় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা রচনাশক্তি পরিবর্দ্ধনের অনুকূল ছিল, এবং তিনি যে শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি একজন সুকবি ও কবিতার উৎসাহদাতা ছিলেন। সেই সঙ্গে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, আবাল্য মধুসূদনের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ ও অনুকরণেচ্ছা প্রবল ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক শক্তির ও প্রবণতার সঙ্গে এইরূপ অনুকূল সামগ্রী সমূহের সম্মিলন হইলে যাহা হইবার সম্ভাবনা, মধুসূদনের ভাবী জীবনে তাহাই হইয়াছিল। নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের সঙ্গে তাঁহার আশা ও উচ্চাভিলাষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল ; এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়সেই তিনি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যবিষয়ক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না ; তিনি ইংলণ্ডের Bentley's Miscellany এবং Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রে কবিতা প্রেরণ করিতেন। নিজের রচিত কবিতা শৈশব-সুহৃদ্‌দিগকে উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার তৃপ্তিবোধ

হইত না ; তিনি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের (Wordsworth) ন্যায় কবিকুল-তিলককে উদ্দেশ করিয়া কবিতা উৎসর্গ করিতেন। আমরা তাঁহার উচ্চাভিলাষের নিদর্শক দুই একখানি পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। আরও একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। পত্রখানি "বেণ্টলিস মিসলেনীর" সম্পাদককে লিখিত। সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য শৈশব হইতে মধুসূদনের হৃদয়ে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল, পাঠক এই পত্রে তাহার আর একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

To

THE EDITOR OF BENTLEY'S MISCELLANY

LONDON.

Sir,

It is not without much fear that I send you the accompanying productions of my juvenile Muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you always encourage the aspirants to 'Literary Fame' induces me to commit myself to you. 'Fame', Sir, is not my object at present ; for I am really conscious I do not deserve it ;—all that I require is Encouragement. I have a strong conviction that a Public like the British—discerning, generous and magnanimous—will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my eighteenth year,—'a child'—to use the language of a poet of your land, Cowley, "in learning but not in age."

I remain &c.

Calcutta, Khidirpore.

Oct. 1842.

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষার নিষ্কর্ষ।

হিন্দু কলেজের শিক্ষায় মধুসূদনের প্রকৃতি যেরূপ গঠিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। কলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার চরিত্রে যে সমস্ত দোষ, গুণ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ তাহাদিগেরই পরিবর্দ্ধন করিয়াছিল; নূতন কিছু উৎপাদন করিতে পারে নাই। এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই, মধুসূদন উচ্ছৃঙ্খল, অসংযতেন্দ্রিয়, অমিতব্যয়ী, বিলাসী এবং ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, তিনি অধ্যয়নশীল, কাব্যানুরাগী, প্রেম-পিপাসু, পরদুঃখ-কাতর এবং উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়ব্রত। এই সময়েই নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার অটল বিশ্বাস, এবং সে বিশ্বাস কিছুতেই অপনীত হইবার নয়। ইহার অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য দোষ, গুণ তাঁহার চরিত্রে বিশেষ কিছুই নাই। এই সময়ে তিনি জীবনের যে লক্ষ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কোনরূপ ভাবী ঘটনাই তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা বিধাতার মনোনীত ছিল না। অকস্মাৎ তাঁহার জীবনে এমন একটী অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইল যে, লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য, তাঁহাকে পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নূতন পথে গমন করিতে হইল। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পঞ্চম অধ্যায়।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন।

[১৮৪৩—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ]

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কারণ।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে মধুসূদনের জীবনের যে অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণই সেই ঘটনা। তাঁহার পারিবারিক অন্য কোন, কোনও কার্য্যের ন্যায় তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণও প্রগাঢ় রহস্যপূর্ণ। কি জন্য যে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্যের পক্ষে অভ্রান্তরূপে তাহা নির্দ্দেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি নিজে সে সম্বন্ধে কখনও কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই; সুতরাং অনুমান ও সমবায়ী ঘটনাপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া, আমাদিগকে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। কেহ কেহ, খ্রীষ্টীয় কলেজে অধ্যয়ন ও খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে সেরূপ কোন কারণ ছিল না। হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না; বরং প্রতিকূল ছিল, বলা যাইতে পারে। ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষায় হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থাবান্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে আস্থাবান্ হন নাই। ডিরোজিয়োর শিক্ষা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-সংস্কার নষ্ট করিয়াছিল মাত্র; তাহার স্থলে নূতন কিছু সংগঠিত করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের পোষকতা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাহার প্রতিকূল যুক্তি শুনিতেই অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। হিউমের নাস্তিকতাবাদ ও টমাস্ পেনের "Age of Reason"

নামক গ্রন্থ তাঁহাদিগের অতি আদরের সামগ্রী ছিল। থিয়োডোর পার্কার তাঁহার যে সকল বক্তৃতায় বা সন্দর্ভে খ্রীষ্টধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্রেরা তাহা অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয় সকল প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধেই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শন, তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর প্রকৃতি ছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সময়কার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "যদি একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে দশজন সকল প্রকার ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন।" * আলেক্‌জান্দার ডফ্ প্রভৃতি খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের চেষ্টায় তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কলেজের দুই একটী ছাত্র, সময়ে সময়ে, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন সত্য; কিন্তু হিন্দু কলেজে তাঁহাদিগের প্রভাব বিন্দুমাত্রও প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে দুইজন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের নেতা, শিক্ষক এবং আদর্শস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগের কাহারও খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড্ হেয়ার ও রিচার্ডসন, দুইজনেই খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রগাঢ় অনাস্থাবান্ ছিলেন। হেয়ার, হিন্দু স্কুলকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এবং এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি লোকের এখনকার ন্যায় অনুরাগ সঞ্চার হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষায় ধর্ম্মলোপ হইবার ভয়ে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তখনও সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের ব্যবহার আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগের আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক ছিল, তাহাও বলা যায় না। ইহার উপর কলেজের ছাত্রদিগের

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতিকূলতা।

* For one man who came to embrace Christianity or joined the Brahmo Samaj, ten expressed their wholesale defiance of all religion—Life and Teachings of K. Sen, Page 8.

মধ্যে কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, হিন্দু কলেজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এবং সেই সঙ্গে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পথ অবরুদ্ধ হইবে ভাবিয়া, মহাত্মা হেয়ার ছাত্রগণের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ছাত্রেরা যাহাতে কিছুতেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সংসর্গে না আসিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার প্রখরদৃষ্টি ছিল। রিচার্ডসন যদিও হেয়ার সাহেবের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিলেন না, তথাপি খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যে আন্তরিক অনাস্থা ছিল, তাহা তিনি ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। কলেজে অধ্যাপনার সময়ে তিনি, প্রকাশ্যভাবে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি শ্লেষোক্তি করিতেন এবং ছাত্রদিগের মধ্যে কাহারও খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগ আছে শুনিলে, তাহাকে উপহাস করিতেন। এরূপ অবস্থায় হিন্দু কলেজের শিক্ষা যে মধুসূদনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের পক্ষে অনুকূল ছিল না, তাহা একরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।* তাঁহার সহিত যাঁহারা বাল্যাবধি

খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে হেয়ার ও রিচার্ডসন।

---

* এ সম্বন্ধে মধুসূদনের একজন সহাধ্যায়ী আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"কলেজের অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুর আচার, ব্যবহারে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন সত্য। কিন্তু ঐ কলেজের কোন ছাত্র যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এ আশঙ্কা অনেকের ছিল না। তাহার কারণ দুইটী ;—প্রথম কারণ, অনেকে গিবন পড়িতেন, হিউম, ব্রাউন ও ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ের আর আর গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন এবং মৃত ডিরোজিয়া সাহেবের চরিত্র অনুসরণ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব। কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার এক বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ছাত্রদিগের পিতা মাতা যাহা না জানিতেন, হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিতেন। এই স্থলে আমার এক নিজের দৃষ্টান্ত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মির্জাপুর মিসনে সেণ্ডিস নামে একজন পাদরি আসিয়াছিলেন। কলেজের যে বালক বাইবেল পড়িতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে তিনি এক এক খণ্ড উক্ত পুস্তক উপহার দিবেন, এই ঘোষণা পাইয়া আমরা ৬।৭ জন কলেজের ছাত্র উক্ত সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তিনি অতি সমাদরে আমাদিগকে বসাইয়া, আপন ধর্ম্মের গুণানুকীর্ত্তন করেন। পরে বিদায় হইবার সময় এক একখানি বাইবেল দেন। এমন বাইবেল পুস্তক পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই, আকারে রয়াল অক্টেভো, সটীক, বৃহদক্ষর, বাঁধাই খরচ পাঁচ ছয় টাকার

ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, "মধুর যে কোন কালে খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগ ছিল, তাহা আমাদিগের মনে হয় না। সে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, আমরা তাহা কখন কল্পনাও করি নাই। অকস্মাৎ তাহার খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের সংবাদে আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলাম।" মধুসূদনের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণেরও বিশ্বাস এইরূপ। তাঁহারা বলেন, "ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুরোধে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার য়ুরোপ গমনের সুবিধা হইবে, এবং তিনিও

অপ্রীতিকর বিবাহের প্রস্তাব।

অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়াই তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন"।* ইংলণ্ড গমন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ়

ন্যূন নহে;—স্থূল কথা পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাহা লাভ করিয়া আমাদের আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। পথে আসিবার সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, বাইবেল উপহার পাওয়ার বিষয় কাহাকেও জানাইব না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ হেয়ারসাহেবের অনুসন্ধান কে বলিতে পারে! তিনি পাঁচ ছয় মাস পরে এক দিবস আমাদের সকলকে ৪টার পর তাঁহার নিকট যাইতে কহেন, কিন্তু একই দিনে সকলকে যাইতে বলেন নাই। প্রথমে—কে লইয়া যান; তাহাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিয়া সকল বিষয় জানিয়া লন। এইরূপে একে একে সকলকে ডাকাইয়া বাইবেলগুলি হস্তগত করেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহার প্রিয় কাশী মালী দ্বারা আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান। এক্ষণে যেখানে ক্যাথিড্রেল মিসন কলেজ, সেই স্থানে উপরের ঘরে তাঁহার বৈঠক হইত। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি এক বিকটমূর্ত্তি ধারণ করেন। তাঁহার এমন মূর্ত্তি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। আমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হইল, অর্থাৎ প্রত্যেককে এক এক ডজন বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আসিবার সময়, নানা প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। আমরা সেই অবধি বাইবেল পড়া দূরে থাকুক, কোনও গির্জ্জার নিকট দিয়া চলিতাম না।"

* মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী, কাব্য-কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে;—

"মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার স্বদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত জমীদারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। মধুসূদন এই বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মধুসূদনের পিতা মাতা, "ছেলে মানুষের কথা" বলিয়া, এ অনিচ্ছার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। কন্যার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত লোক,

আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার পিতা, মাতা তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ কোন সম্ভ্রান্ত জমীদারের কন্যার সহিত মধুসূদনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহ করিলে তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে ভাবিয়া, এবং আরও কতকগুলি কারণে, মধুসূদনের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না। তিনি পিতা, মাতার নিকট আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা, বালকের কথা ভাবিয়া, তাঁহার আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। কন্যাটী, মধুসূদনের পিতা, মাতার মনোনীতা হইলেও, তাঁহার নিজের মনোনীতা ছিল না। তিনি তাঁহার কোন

পাত্রীও সুন্দরী, সুতরাং অনিচ্ছার কারণও বোধগম্য হইল না। মধুসূদনও বিশেষ কোন জেদ প্রকাশ করিলেন না। পরে যখন বিবাহের পত্র (পাকা দেখা) ঠিক্ হইয়া গেল, তখন মধুসূদন মাতাকে বলিলেন; "মা এ কাজ কেন করিলে; আমি ত বিবাহ করিব না।" মাতা, পুত্রের কথায় দুঃখিত হইয়া, ভাবী বৈবাহিকের ধনমান ও তদীয় কন্যার রূপগুণের বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি করিলেন। মধুসূদন, সকল কথা নীরবে শুনিয়া, অবশেষে বলিলেন, "মা, তুমি যতই বল, বাঙ্গালির মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হ'তে পারে না।" পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা চমকিয়া উঠিলেন, যাহাতে শীঘ্র পুত্রের বিবাহ হইয়া যায়, সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া দুই একটী হিন্দু যুবকের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি এরূপ অস্থির হইয়া উঠিলেন। যদিও মধুসূদনের প্রতি তাঁহার এরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি অজ্ঞাত কারণে তিনি একান্ত অধীরা হন। পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাহার মন ভাল হইবে, এই বিবেচনায় তিনি শীঘ্রই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহে রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের বিবাহ শেষ করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। বিবাহের ২০।২২ দিন পূর্ব্বে মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস এরূপ মনে হয় না। বিবাহসম্বন্ধীয় কথা শুনিলে এরূপ বিশ্বাস সহজেই উপস্থিত হয় যে, মধুসূদন দত্ত "অশিক্ষিতা, হীনচেতা হিন্দুমহিলার পরিবর্ত্তে শিক্ষিতা, স্বাধীন-বিহারিণী, উন্নতমনা খ্রীষ্টীয় মহিলার পাণিগ্রহণের বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। আর এক কথা, মধুসূদন অনেক আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন, "আমার বড় ইংলণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করে, যাহারা পরের দেশ (কলিকাতা) এমন সুন্দর করিয়া সাজায়, না জানি তাহাদের নিজের দেশ কত সুন্দর।" ইহাতে বোধ হয়, ইংরাজদিগের দেশ দর্শনও মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের অন্যতর উদ্দেশ্য।

পিতৃব্যপুত্রকে এইরূপ এক পত্র লিখিলেন ;—"বাবা এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। আমি এমন কাজ করিব যে, সেজন্য, বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।" হায়! অপরিণামদর্শী মধুসূদন তখন জানিতেন না যে, তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যের বিষময় ফল পিতার অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক, তাঁহার পত্রের কিছুই ফল হইল না। পুত্রের উপর পিতার চিরন্তন অধিকার আছে এবং মধুসূদন বালক, নিজের হিতাহিত বুঝিবার তাঁহার শক্তি কি, এইরূপ সরল বিশ্বাস বশতঃ মধুসূদনের পিতা, পুত্রের অসম্মতি সত্ত্বেও, তাঁহার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে মধুসূদনের কিরূপ বিরাগ ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রমাণিত হইবে। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর, তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন ;—

সপ্তম পত্র।

KIDDERPORE.
27th Nov. Midnight.

My dear Gour,—It is the hour for writing love-letters since all around, now, is love inspiring. But, alas! the heart that "Melancholy marks for her own", imparts its own morbid hues to all around it ; and how can I, the most wretched being, on whom yon "refulgent lamp of night" now shines, write love-letters or gay-letters? You don't know the weight of my afflictions, I wish (oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married ;—dreadful thoughts! It harrows up my blood

and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—d or cease "to be" at all;—*one of these must be done*! You are my friend, Gour! I disclose these secrets to you, without the slightest fear of their ever seeing the light: *You are a gentleman* Hitherto I kept these secrets even from you. But now I cannot; I want sympathy—and to whom am I to look for it? I won't go to College to-morrow; excuse me for this piece of haughty disobedience. You are loved—and honoured—and ever shall be so, I will show you my wretched-self, now and then;—but to College—I will not, I cannot go. I hate the d—d fellow K—r. He wounded my feelings. By the bye—what do you mean by writing to me—"I will act the part of a friend"—? Upon my word, I don't understand it; you really *mystify* me; explain this fully. If you don't go to College to-day, let me know of it. Perhaps I might give a call on you—but if you have nothing of importance to keep you away, pray *do go*. Don't absent for my sake—that would be quite silly—foolish. Remember me to Madhub and Moti. Give my love to both of them. Pray send me my Tom Moore, and that volume of your Shakespeare which contains his Othello and Hamlet. If Othello and Hamlet are not in one

volume, send me the two that contain them: and believe me.

Yours affectionately
M. S. DUTT.

একদিকে পিতামাতার সঙ্কল্পিত বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ বিরাগ ছিল; অপরদিকে তাঁহার পরিচিতা কোন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল। তখন ইংলণ্ড-গমন এখনকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক দোষাবহ ও সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য ছিল। ইংলণ্ডগমন সম্বন্ধে মধুসূদন স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য, তাঁহাকে, একদিন না একদিন, সমাজচ্যুত হইতেই হইবে। সুতরাং এখন, সমাজ ত্যাগ করিয়া, যদি তিনি মনোনীতা পত্নীলাভ করিতে এবং সেই সঙ্গে নিজের অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন, তবে তাহাই করা তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার উপর কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাঁহার ইংলণ্ড গমনেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। তরলহৃদয় মধুসূদন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার নিজের লিখিত পত্রাদিতে যদিও তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কারণ কোথাও সুস্পষ্টরূপ উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার উদ্ধৃত পত্র হইতে তাঁহার মানসিক ভাব অনেকাংশে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা-

মনোনীতা পত্নীলাভের ও ইংলণ্ডগমনের আশা।

তেও আমাদিগের কথা সমর্থন করিবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন ;—

"I was then living in Cornwallis Square as minister of Christ-Church. He called one day and introduced to me as a religious inquirer almost persuaded to be a Christian. After two or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian, was, scarcely, greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions ; and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed disheartened and came to me less frequently after that. * * * One day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu College, wishing at the same time, to be a Christian and to go to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next, and at his own desire, gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal." *

যে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি মধুসূদনকে বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তা বার্ড সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করিবেন বলিয়া মধুসূদনকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে কে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যেই হউন, সংসারানভিজ্ঞ মধুসূদন যে, তাঁহার আশ্বাস-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্ম-বিশ্বাস অপেক্ষা

* National Magazine, Vol. VI No. I page 35 "Michael M. S. Dutt" by K. M. Haldar.

অপর কোন কারণে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মধুস্থদনের আত্মীয়গণের এইরূপ সংস্কার ভিত্তি-হীন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, এই সকল কারণ ছিল বলিয়া, তাঁহার যে খ্রীষ্টধর্ম্মে একবারেই বিশ্বাস ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হয় না। অনুমান ও সমবায়ী কারণপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া যাহা বলা সঙ্গত, আমরা তাহাই বলিয়াছি।

পিতৃগৃহ ত্যাগ ও কেল্লায় অবস্থান।

যে কোন কারণেই হউক, মধুস্থদন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্ম-ত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি, গোপনে গোপনে, রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন; ইহার পর, একদিন, অকস্মাৎ, তিনি পিতৃগৃহ হইতে অদৃশ্য হইলেন। মধুস্থদন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে কাহারও মনে সেরূপ সন্দেহ কখনও উদিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহার এরূপ ভাবে গৃহত্যাগের সংবাদে সকলেই চমকিত হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণেচ্ছু বালকেরা, পাছে, আত্মীয়গণের অনুরোধে, ধর্ম্মত্যাগে অস্বীকৃত হয়, খ্রীষ্টান যাজকগণ, সেই ভয়ে, তাহাদিগকে, নিজের গৃহে স্থানদান করিয়া, আত্মীয়, স্বজন হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মধুস্থদনের সম্বন্ধে তাঁহারা আরও কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিলেন। মধুস্থদনের পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং কলিকাতার অনেক প্রতিপত্তিশালী পরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। কলিকাতার পুলিস্, তখন, এখনকার ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও ক্ষমতাশালী ছিল না। পাছে মধুস্থদনের আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লন, সেই ভয়ে, খ্রীষ্টান যাজকগণ, মধুস্থদনকে, অন্যত্র না রাখিয়া, একবারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেখান হইতে মধুস্থদনকে উদ্ধার

করা কাহারও পক্ষে যে সম্ভবপর ছিল না, তাহা বলা অতিরিক্ত। মধুস্থদনের পিতা লাঠিওয়াল ও ষড়্কিওয়ালাদিগের সাহায্যে পুত্রকে উদ্ধার করিবেন, আশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। খ্রীষ্টান মিসনারীগণ মধুস্থদনের কোন আত্মীয়কে, সাধ্যানুসারে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না এবং কচিৎ কেহ সাক্ষাৎ করিলে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদিগের এইরূপ ব্যবহারে কলিকাতার হিন্দুসমাজে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। মধুস্থদন হিন্দু কলেজের একজন খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পিতাও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন ; সুতরাং মধুস্থদনের পিতৃগৃহত্যাগের ও কেল্লায় অবরোধের সংবাদে সর্ব্বত্রই আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু মধুস্থদনের নিজের অনিচ্ছা ও মিসনারীগণের কৌশলবশতঃ কেহই তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না। দুই চারি দিন কেল্লায় এইরূপে বন্দীর ন্যায় অবস্থানের পর, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী, মধুস্থদন আর্চ-ডিকন ডিল্ট্রীর (Arch-deacon Dealtry) নিকট ওল্ড-মিশন চর্চ্চ ধর্ম্মমন্দিরে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

সেইদিন হইতে তাঁহার মধুস্থদন নামের সঙ্গে মাইকেল নাম সংযুক্ত হইল। হিন্দুসমাজ সেই বৎসর আরও একটী প্রতিভাশালী সন্তানে বঞ্চিত হইলেন। গোবিন্দ সামন্ত প্রভৃতি ইংরাজী উপন্যাস-প্রণেতা, সুলেখক লালবিহারী দেও সেই বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মধুস্থদন ও লালবিহারী উভয়েই যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ন্যায় প্রতিভাশালী সন্তানদিগকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, হিন্দুসমাজের পক্ষে যে সুখের বিষয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধুস্থদন কবি—আজন্ম-কবি। জীবনের এরূপ একটী গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যে কবিতায় মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন না, তাহা কখনও সম্ভব নয়। তিনি নিজের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ সমন্ধে একটী কবিতা অথবা

ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কুসংস্কারের ও উপধর্ম্মের অন্ধকার হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি কিরূপ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই কবিতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিতাটী যথার্থই ধর্ম্মভাবানুপ্রাণিত। যে সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্রভাব যদি তাঁহার জীবনে স্থায়ী হইত, তাহা হইলে কতই সুখের বিষয় হইত! কিন্তু হায়! তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন তাঁহার এই উচ্ছ্বাসকে, প্রকারান্তরে, বিদ্রূপ-মাত্র করিয়াছিল। তাঁহার রচিত কবিতাটী নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

HYMN

BY M. S. DUTT.

(*A Hindu Youth.*)

(composed by him—to be sung at his Baptism)

I.

Long sunk in superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light
That leads the blind to Heaven.

II.

I sat in darkness,—Reason's eye,
Was shut,—was closed in me ;—
I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea !

III.

But now, at length, thy grace, O Lord !
Bids all around me shine :
I drink thy sweet,—thy precious word,—
I kneel before thy shrine !—

IV.

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Savior's sake ;—
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

9th February, 1843.

পিতামাতার ব্যবহার।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ; কিন্তু পিতা, মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। তাঁহার জননী তাঁহাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতেন ; সে ভালবাসার কিছুতেই পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের গৃহ হইতে অন্তর্দ্ধান অবধি তিনি আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এবং যে দিন তিনি শুনিলেন যে, মধুসূদন সত্যই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন। যিনি মধুসূদন কতক্ষণে কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন, এই প্রত্যাশায় পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, পুত্রের এরূপ ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে যে কি নিদারুণ বেদনা লাগিয়াছিল, তাহা কি বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে ? তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজনারায়ণ দত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্রকে, সময়ে সময়ে, গোপনে, গৃহে আহ্বান করিতে বাধ্য হইতেন। মধুসূদনকে দেখিলে তাঁহার শোকাতুরা জননীর যন্ত্রণা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইত। তিনি ধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে পূর্ব্ববৎ স্নেহে আহারাদি করাইতেন, কিন্তু সমাজের ভয়ে তাঁহাকে গৃহে রাখিতে সাহসী হইতেন না। মধুসূদনের পিতামাতার এবং আত্মীয়গণের ইচ্ছা ছিল যে, মধুসূদন সম্মত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, পুনর্ব্বার স্বসমাজে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহারা তাঁহার পুনর্গ্রহণ

সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মধুসূদনকে, জীবিকার জন্য, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; তাঁহার স্নেহময় পিতামাতা, তাঁহার অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার আর্থিক অভাব দূর করিয়া দিলেন। বিধর্ম্মী হইলেও মধুসূদন যাহাতে, সুশিক্ষিত ও যশস্বী হইয়া, পরিণামে সুখী হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যত্নের ত্রুটী ছিল না। হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান বালকদিগের পাঠের নিয়ম ছিল না বলিয়া, মধুসূদনের পক্ষে সেখানে অধ্যয়নের সম্ভাবনা ছিল না। দেশীয় খ্রীষ্টান ও ইংরাজ বালকদিগের শিক্ষার জন্য শিবপুরে বিশপ্স-কলেজ নামক একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধুসূদন সেখানে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা আনন্দের সহিত তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের চেষ্টায় যাহা সম্ভবপর, মধুসূদনের কল্যাণের জন্য, তাঁহারা তাহার কিছুই করিতে ত্রুটী করিলেন না।

বিশপ্স কলেজে প্রবেশ।

খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ মধুসূদনের জীবনের একটী অতি প্রধান ঘটনা। এরূপ ঘটনায়, তাঁহার পারিবারিক ও সাহিত্যিক, সকল বিষয়েই যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, তাহা অবশ্যই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বদেশীয় কোন লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "হিন্দুধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তিনি, যেন, সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায়, বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন"। * বাস্তবিকও মাতৃভাষার সেরূপ প্রিয়-সেবক এবং স্বদেশের প্রতি সেরূপ অনুরাগবান্ হইয়াও, তিনি যে তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতা, ভগিনীগণের নিকট হইতে তাদৃশ দূরবর্ত্তী হইয়া

খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণের ফল।

* সমাজদর্পণ সম্পাদক।

পড়িয়াছিলেন, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহার ন্যায় হিন্দু কলেজের আরও অনেক ছাত্র, পঠদ্দশায়, স্বধর্ম্মে ও স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহারা, আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আবার, ক্রমে ক্রমে, হিন্দু-সমাজের ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করাতে, মধুসূদনের পক্ষে সেরূপ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। বায়ুবলে বৃন্তচ্যুত পত্র যেমন আশ্রয়বৃক্ষ হইতে ক্রমশঃই দূরবর্ত্তী হইতে থাকে, তিনিও তেমনই হিন্দুসমাজ হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহার, ব্যবহারে য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণ করিবার বাসনা ছাত্রাবস্থাতেই মধুসূদনের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। সেই সময়েই তিনি "আধ-সাহেবী আধ-বাঙ্গালি" বেশভূষায় সজ্জিত থাকিতেন এবং সহাধ্যায়ীদিগকে বাবুর পরিবর্ত্তে "মিষ্টার", "স্কোয়ার" ইত্যাদি সাহেবী প্রথায় সম্বোধন করিতেন। হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে অবস্থান করিলে, কালে, হয়ত, এ সকল সংশোধিত হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। খ্রীষ্টান হইবার পর তাঁহাকে বিশপ্স কলেজে য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীবংশীয় বালকদিগের সঙ্গে বাস করিতে হইত। সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত একত্রে অবস্থান ও তাহাদিগের রীতি, নীতির অনুকরণ করিতে করিতে, তিনি ক্রমশঃ সেই সকলের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, স্বদেশীয় সকল প্রকার আচার, ব্যবহারই বর্জ্জনীয় বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তাহার মনঃকল্পিত কোন কোন কুসংস্কারের সংশোধন করিতে যাইয়া, তিনি তদপেক্ষা অনিষ্টকর অন্য কুসংস্কারে পতিত হইয়াছিলেন। আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তিনি যখন রোগ-শয্যায় শয়ান, এবং ডাক্তারী চিকিৎসায় যখন তাঁহার কোন উপকার হইতেছিল না, তখন

ব্যবহারিক।

তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে স্বর্গীয়, সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রমানাথ সেনের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—"আমাকে ক্ষমা করিবেন; কবিরাজী চিকিৎসা করাইলে আমার ব্যারিষ্টার ভ্রাতারা আমাকে ঘৃণা করিবেন; আমি কিছুতেই কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে পারিব না।" সংসর্গ ও সহবাস গুণেই লোকের মনের ভাব গঠিত হয়। মধুসূদন যে সংসর্গে বাস করিতেন, তাহারই দোষ, গুণে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল।

সামাজিক।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের ফলে মধুসূদনের পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশত্যাগ, মান্দ্রাজগমন, য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ, সাংসারিক অভাব, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ হইতে বিচ্যুতি এবং অবশেষে অনাথের ন্যায় দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যু, এ সমস্তই, স্বল্পাধিক পরিমাণে, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের ফল। বলা বাহুল্য যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম অনেক পতিত নরনারীকে উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে মধুসূদনকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, তাহা কখনই নয়। মধুসূদনের ন্যায় তরলমতি ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির পক্ষে, যে কোন সমাজেই হউক, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিভোগ কোথাও সম্ভবপর ছিল না। মধুসূদন হিন্দুসমাজে বাস করিলে যে, নীতিপরায়ণ হইয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। তবে এ কথা বলা সঙ্গত যে, স্বজাতীয়া স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া, যৌবনে মাতৃসন্নিধানে, হিন্দুসমাজের শাসন-নীতির অভ্যন্তরে বাস করিলে, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, বোধ হয়, অতদূর বর্দ্ধিত হইত না। তাহা হইলে তাঁহার জীবনের শেষাংশও, সম্ভবতঃ, অপেক্ষাকৃত শান্তিতে অতিবাহিত হইত। কোন্ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও

সর্ব্বনিয়ন্তা তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বলিবার অধিকার নাই। মধুসূদন হিন্দু সমাজে থাকিলে যে, আরও অধিক ক্লেশভোগ করিতেন না, সাহস করিয়া সে কথা কে বলিতে পারেন? তবে যাহা সম্ভবপর, মানুষের তাহা অনুমান করিবার অধিকার আছে; আমরা সেই অনুমানের কথাই বলিতেছি।

সাহিত্যিক।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পঠদ্দশায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার কিরূপ বিরাগ ছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইংরাজী ভাষার আলোচনা ত্যাগ করিয়া, তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ, কিয়ৎপরিমাণে, তাহার কারণ হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে মধুসূদন, সম্ভবতঃ, সিনিয়ারবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহার অন্যান্য সহাধ্যায়িগণের ন্যায়, কোন উচ্চ রাজপদ লাভ করিতে পারিতেন। তাহা হইলে জীবিকার জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হইত না। অবকাশ অনুসারে দুই একখানি ইংরাজী কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যতটুকু প্রশংসালাভের সম্ভাবনা, বোধ হয়, তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, পিতৃদত্ত সাহায্যে বঞ্চিত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, তাঁহাকে সাহিত্যকেই অবলম্বন-যষ্টি রূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য তাঁহার অর্থাভাব ও যশোলিপ্সা পরিতৃপ্তি করিতে পারে নাই; তিনি, আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, মাতৃভাষার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে বাঙ্গালাভাষার উৎসাহদাতা লোকের অভাব ছিল না। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির দ্বারা উৎসাহিত ও পুরস্কৃত হইয়া, তিনি বাঙ্গালা সহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের ন্যায় মানবীয় কার্য্যাবলীও পরস্পর

সম্বন্ধ-বদ্ধ; একের পরিবর্ত্তনে অপরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন হইতে মধুসূদনের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা এ কথার সাক্ষ্যদান করিবে।

মধুসূদনের গ্রন্থে যে জাতীয় ভাবের এত অভাব এবং বিজাতীয় ভাবের এত প্রাধান্য, তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন তাহারও কারণ। হিন্দুভাবানুপ্রাণিত কোন কবির রচনা হইলে, মেঘনাদবধে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র কখনই ওরূপ নিকৃষ্ট আদর্শে চিত্রিত হইত না। একেই ত সে সময়কার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বদেশীয় আচার, ব্যবহার, এবং ভাষা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহার উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করাতে, মধুসূদন পাশ্চাত্যসমাজের দিকে আরও অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তে বিজাতীয় ভাবের আধিক্য হওয়াই স্বাভাবিক। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন, বিশপ্স কলেজে গ্রীক-ভাষা অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই হইতে গ্রীক-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কখনই বিশেষ অনুরাগ বা অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে গ্রীক-সাহিত্য, বিশেষতঃ, হোমরের গ্রন্থসমূহ, তিনি অতি যত্নের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে হোমরকেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এরূপ অবস্থায়, মেঘনাদবধে বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া, তিনি যে হোমরেরই অধিক অনুসরণ করিবেন, তাহা বিচিত্র নয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও মধুসূদন গ্রীক-ভাষা অনুশীলন করিতে এবং হোমরের প্রতি অনুরাগবান্ হইতে পারিতেন সত্য; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পাশ্চাত্য-সমাজের সংসর্গে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণিত না হইলে, তিনি হিন্দু পৌরাণিক চিত্রসমূহ গ্রীক-আদর্শে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন কি না সন্দেহ।

বিশপ্স কলেজে শিক্ষার ফল, ভাষা শিক্ষায় অনুরাগ।

বিশপ্স কলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের জীবন গঠনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, এইবার, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। হিন্দু-কলেজ যেমন তাঁহার রচনা-শিক্ষার, বিশপ্স কলেজ তেমনই তাঁহার ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্র। মধুসূদন সাধারণের নিকট কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি যে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন কিরূপ বহুভাষাবিদ্ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ইংরাজী তাঁহার মাতৃভাষারই ন্যায় ছিল। লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ এবং ইতালিয়ান, এই কয়টী ভাষায় তিনি অক্লেশে কথোপকথন করিতে এবং পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তাঁহার এতদূর অধিকার ছিল যে, তিনি তাহাতে কবিতা পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন। এই ছয়টি য়ুরোপীয় ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত, পারসীক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল এবং হিন্দুস্থানী, এই ছয়টি ভাষাতেও তাঁহার অল্লাধিক অভিজ্ঞতা ছিল; সুতরাং মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া বারটী বিভিন্ন ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, বাবু মনোমোহন ঘোষ বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের সমকালবর্ত্তীদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিদ্ ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। * বাস্তবিকও ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শক্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশপ্স কলেজ হইতেই তাঁহার এই ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবণতা পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। হিন্দু-

---

* As a linguist and a scholar, he had scarcely any equal among his contemporaries, and there is hardly any individual, even in these days, among his countrymen who could excel him in his knowledge of the European language, and in the literature, both ancient and modern, of European countries.

কলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশপ্স কলেজে প্রবেশ করিয়া তিনি গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বিশপ্স কলেজের অনেক অধ্যাপক বহুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতেই মধুস্দনের হৃদয়ে ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরাগ উদ্ভূত হইয়াছিল।

বিশপ্স কলেজে অবস্থান-কালীন ব্যবহার।

মধুস্দনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার জন্য আমরা তাঁহার বিশপ্সকলেজে অধ্যয়নকালীন একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। ইংরাজ ও দেশীয়দিগের মধ্যে জেতাজিত ভাব যেমন সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান থাকে, বিশপ্স কলেজেও তেমনি ছিল। কলেজের ইংরাজ ছাত্রগণ, "কলেজ-ক্যাপ" নামে এক প্রকার চতুষ্কোণ টুপি ব্যবহার করিতেন; দেশীয় ছাত্রেরা তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। মধুস্দন, কলেজে প্রবেশ করিয়াই, ইংরাজ ছাত্রদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ও কলেজ-ক্যাপ পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলে, তিনি তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "হয়, আমাকে আমাদিগের দেশীয় পরিচ্ছদ, না হয়, য়ুরোপীয় বালকদিগের ন্যায় কলেজীয় পরিচ্ছদ, পরিধান করিতে দিতে হইবে। একই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন প্রথা কিছুতেই চলিতে পারে না।" কলেজের অধ্যক্ষ, এইরূপ ঔদ্ধত্যের জন্য, তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবর্ত্তিতে মধুস্দন সেবার অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে রাজনীতি-কৌশলও বিলক্ষণ বুঝিতেন। 'মধুস্দন সম্ভ্রান্ত গৃহের বালক, এরূপ সামান্য কারণে তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়িত করিলে, আর কেহ খ্রীষ্টান হইবে না,' কলেজের কোন অধ্যাপককে তিনি এইরূপ বুঝাইলে অধ্যক্ষ, অবশেষে, তাঁহার পরামর্শ অনুসারে, মধুস্দনকে

কলেজ-ক্যাপ পরিধানের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সাহেব ও দেশীয়দিগের মধ্যে এরূপ অসঙ্গত পার্থক্য মধুসূদন, অপ্রতিবাদে কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি যখন মান্দ্রাজে অবস্থান করিতেন, তখন সেখানে "নেটিভম্যান" (Native-man) কথাটীর বড় প্রচলন ছিল। সাহেবদিগের পক্ষে "European Gentleman" এবং দেশীয়দিগের পক্ষে "নেটিভম্যান" এইরূপ ভাষাই সেখানে ব্যবহৃত হইত। মধুসূদন, সংবাদ-পত্রে এ সম্বন্ধে বাদ, প্রতিবাদ করিয়া, এইরূপ ভাষার পক্ষপাতী-দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আহার, ব্যবহারে য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ করিলেও তিনি তাহাদিগের চাটুকার ছিলেন না; ঔদ্ধত্য ও অসঙ্গত ব্যবহার দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

উচ্ছৃঙ্খলতা ও তজ্জনিত অশান্তি।

মধুসূদন বিশপ্স-কলেজে চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। ভাষা-শিক্ষা ও কবিতানুশীলন সম্বন্ধে তিনি এই কয় বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতাও, এখানে, সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিশপ্স কলেজে তিনি নিজেই নিজের অভিভাবক ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কেহ নিকটে থাকিতেন না। তাঁহার পিতা, মাতা তাঁহাকে মাসিক প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন; কিন্তু মধুসূদন যে সে অর্থ কিরূপে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা তাহার সংবাদ রাখিতেন না। কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট শাসন ছিল; কিন্তু কলেজের বাহিরে, অবকাশ দিনে, ছাত্রেরা কে কিরূপ ব্যবহার করে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার বড় সংবাদ পাইতেন না। কলেজে খ্রীষ্টধর্ম্মানুমোদিত উপাসনাদির ত্রুটী ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন তাহা হইতে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য বাহ্যানুষ্ঠান মাত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন; প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মানুবায়িনী নীতিতে তাঁহার শিক্ষা হয় নাই; তিনি

প্রলোভনের কুহক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়ে, পিতামাতার ও সমাজ-শাসনের অধীনে থাকিয়াও, তিনি অনেকবার নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে সকল প্রকার শাসনের অভাবে, তাঁহার অসংযতভাব সম্পূর্ণরূপ প্রতিবন্ধকহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অসংযতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির জগতে শান্তির আশা কোথায়? মধুসূদনের হৃদয়ের শান্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীর অনুরোধে তিনি, মধ্যে মধ্যে, পিতৃগৃহে আগমন করিতেন; কিন্তু সেখানেও শান্তির প্রত্যাশা ছিল না। ধর্ম্মমত ও সামাজিক আচার, ব্যবহার লইয়া, সময়ে সময়ে, পিতার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইত। পিতা তিরস্কার করিতেন; শাসনে ও সংযমে অনভ্যস্ত মধুসূদনের তাহা সহ্য হইত না; তিনি উদ্ধতের ন্যায় প্রত্যুত্তর দিতেন। তাঁহার পিতা, শেষে বিরক্ত হইয়া, তাঁহার মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। মধুসূদনের জননীর স্নেহের হ্রাস, বৃদ্ধি ছিল না। স্বামীর ও পুত্রের মধ্যে এরূপ মনোবাদ দেখিয়া, তিনি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন; কিন্তু প্রতিবিধান করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মধুসূদনের হৃদয়ের অশান্তি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে সকল আশায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—মনোনীতা পত্নীলাভ, ইংলণ্ড-গমন প্রভৃতি তাঁহার আশার কোন সামগ্রীই, তিনি প্রাপ্ত হইলেন না। যে সকল খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাকে পূর্ব্বে আশ্বাসদান করিয়াছিলেন, এবং রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে সম্ভ্রান্ত বন্ধু, মধুসূদনকে বাঙ্গালা দেশের তদানীন্তন ডেপুটীগবর্ণর বার্ড সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া, মধুসূদনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, (gave every encouragement in his views) প্রয়োজনের সময়ে, তাঁহারা কে কোথায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এবং তিনিও যাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের জন্য, তাঁহার সেই

বাল্যসুহৃদ্‌-গণও তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতে-ছিলেন। মধুসূদনের মনে সংস্কার জন্মিল যে, জগতে তাঁহার অবস্থায় সহানুভূতি করিতে কেহ নাই। স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রবাস এবং পিতৃগৃহ তাঁহার নিকট অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল। কলিকাতা ছাড়িয়া, অন্য যে কোন স্থানেই হউক, যাইতে পারিলে; তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মিল। বিশপ্স কলেজে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জনের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহা-দিগের নিকট মান্দ্রাজের কথা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে, সেখানে যাইলে, তিনি সুখী হইতে পারিবেন। গোপনে, গোপনে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল। অবশেষে একদিন, অক-স্মাৎ, পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মধুসূদন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন।

মান্দ্রাজ গমন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মান্দ্রাজ-প্রবাস।

[১৮৪৮—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ]

মান্দ্রাজবাসকালীন অবস্থা।

কি অবস্থায় মধুসূদন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পিতা, মাতা এবং বন্ধুগণ, কেহই, তাঁহার দেশত্যাগের সঙ্কল্প অবগত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার মান্দ্রাজ-গমনের সংবাদে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তিনি যখন মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার অবস্থা এখনকার ন্যায় ছিল না। এখন রেলওয়ের ও বাষ্পীয়-পোতের প্রচলনে মান্দ্রাজের দূরতা অপনীত হইয়াছে; কিন্তু তখন মান্দ্রাজ-গমন এখনকার দিনের ইংলণ্ড-গমনের ন্যায় কষ্টসাধ্য ছিল বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না। এখন দুই চারি জন বাঙ্গালী, বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে, মান্দ্রাজে বাস করিতেছেন, কিন্তু তখন মধুসূদনের স্বদেশীয় একজন লোকও, বোধ হয়, সেখানে ছিলেন না। সেখানকার ভাষা, এবং আচার, ব্যবহার কোন বিষয়েই মধুসূদনের অভিজ্ঞতা ছিল না। জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করাতে, তিনি হিন্দুসমাজের ঘৃণার আস্পদ হইয়াছিলেন। ইহার উপর তিনি আবার রিক্তহস্ত। পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া যে সামান্য অর্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, পাথেয় প্রভৃতিতে, অল্পদিনের মধ্যেই, তাহা নিঃশেষ হইয়াছিল। একেই ত এই

নিঃসম্বল অবস্থা, তাহার উপর মান্দ্রাজে পঁহুছিবার পরই তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং কিয়ৎকাল তাঁহাকে দারুণ দুরবস্থায় জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল। পিতার সহিত মনোমালিন্য আরব্ধ হইবার সঙ্গেই তাঁহার অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যত দিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহার স্নেহময়ী জননী, স্বামীর অজ্ঞাতসারে, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অর্থ-সাহায্য করিতেন। সুতরাং দারিদ্র্য-জনিত ক্লেশ যে কি মর্ম্মভেদী, মধুসূদনকে এত দিন তাহা সম্পূর্ণরূপ অনুভব করিতে হয় নাই। এইবার হইতে তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার তিক্ত আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে মান্দ্রাজের দেশীয় খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইল। তাঁহারা মধুসূদনকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে তিনি পিতৃমাতৃহীন, ফিরিঙ্গী বালকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল; এবং তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে হইলে, "প্রবল ঝটিকা অতিক্রম করিয়া কূল প্রাপ্ত হইলে নাবিক যেমন শান্তিলাভ করে," তিনিও তেমনই শান্তিলাভ করিলেন।

সাহিত্য-সেবা।

পৃথিবীর অনেক আপাত-প্রতীয়মান অমঙ্গলের ন্যায় মধুসূদনের মান্দ্রাজ প্রবাস কালীন দুরবস্থা, এক বিষয়ে, তাঁহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের কারণ হইল। প্রকৃতি তাঁহার অভ্যন্তরে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিরাশার ও দরিদ্রতার সংঘর্ষে এইবার তাহা উদ্গত হইবার সুযোগ লাভ করিল। উপায়ান্তরের অভাবে তিনি, অর্থাগমের জন্য, সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। এতদিন তিনি, অনুশীলনার্থ এবং অবকাশ কালের বিনোদনের জন্য, সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাকে প্রাণধারণার্থ সাহিত্যের আশ্রয়-গ্রহণ

করিতে হইল। তিনি মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন এদেশীয়দিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁহার ন্যায় সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, সুতরাং স্বল্প-কালেরই মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে তিনি একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিলেন।

ক্যাপটীভ্ লেডী রচনা।

যদিও হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার সময়েই মধুসূদনের লিখিত অনেক কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এতদিন তিনি গ্রন্থকাররূপে সাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত হন নাই। মান্দ্রাজ-প্রবাস-কালেই তাঁহার রচনা সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি মান্দ্রাজে যে সমস্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহার মধ্যে Madras Circular & General Chronicle, Madras Spectator এবং Athæneum এই তিনখানির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল পত্রিকার সম্পাদকদিগের নিকট তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত পত্রিকা-খানির জন্য তিনি, পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বন করিয়া, কবিতার একটী উপাখ্যান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাধারণের পরিতোষে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তিনি ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে মনস্থ করেন। তদনুসারে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে Madras Circular হইতে উদ্ধৃত উপাখ্যান এবং Visions of the Past নামক আর একটী অসম্পূর্ণ কবিতা, একত্রে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিরূপ অবস্থায় গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, এবং তাহার অবলম্বনীয় বিষয় কি, মধুসূদন নিজেই তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

The following tale is founded on a circumstance pretty gener-

ally known in India, and, if I mistake not, noticed by some European writers. A little before the famous Indian expeditions of Mahommed of Ghizni, the King of Kanoje celebrated the Rajshooya Jujnum" or as I have translated it in the text, the "Feast of Victory." Almost all the contemporary Princes, being unable to resist his power, attended it, with the exception of the King of Delhi, who, being a lineal discendant of the great Pandu Princes—the heroes of the far-famed "Mahabharut" of Vyasa—refused to sanction by his presence the assumption of a dignity—for the celebration of this Festival was universal assertion of claims to being considered as the lord-paramount over the whole country—which by right of descent belonged to his family alone. The King of Kanoje, highly incensed at this refusal, had an image of gold made to represent the absent chief. On the last day of the Feast, the King of Delhi, having, with a few chosen followers, entered the palace in disguise, carried off this image, together, as some say, with one of the princesses Royal whose hand he had once solicited but in vain, owing to his obstinate maintenance of the rights of his ancient house. The fair Princess, however, was retaken and sent to a solitary castle to be out of the way of her pugnacious lover, who, eventually effected her escape in the disguise of a Bhat or Indian Troubadour. The King of Kanoje never forgave this insult, and, when Mahommed invaded the Kingdom of Delhi, sternly refused to aid his son-in-law in expelling a foe, who soon after crushed him also. I have slightly deviated from the above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the "Feast of Victory."

I have, I am afraid, many reasons to apologise to the public for the imperfections which have crept into the following Poem. It was originally composed in great haste for the columns of a Local journal,—"The *Madras Circular and General Chronicle*,"—in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life. Want and Poverty with the "battalions" of "Sorrows" which they bring, leave but little inspiration for their victim!

ক্যাপটিভ্ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়।

আমরা বলিয়াছি যে, পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বন করিয়া, ক্যাপটিভ্-লেডী রচিত হইয়াছিল। রাজকুমারী সংযুক্তাকে পৃথ্বীরাজের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য, রাজা জয়চন্দ্র তাঁহাকে দ্বীপমধ্যস্থিত একটী গিরিদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ ভাটবেশে সেখান হইতে রাজকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া যান; এবং তাহার পর মুসলমানগণ পৃথ্বীরাজের রাজধানী অবরোধ করিলে, পৃথ্বীরাজ, তাঁহাদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। ইহাই সংক্ষেপে ক্যাপটিভ্ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন যে সকল বিষয়ে ইতিহাসের অনুসরণ করেন নাই, তাহা বলা অতিরিক্ত। ঘটনা-বৈচিত্র্য, অথবা ভাবের লালিত্য অনুসারে বিচার করিলে, ক্যাপটিভ্ লেডীতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই; কিন্তু একটী কারণে ইহা আলোচনার উপযুক্ত। তরুণ-বয়সে ইংরাজী ভাষার উপর মধুসূদনের কিরূপ অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল এবং ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহার দুই একটী স্থল পাঠ করিলে মনে হয়, যেমন বায়রণ, মূর বা স্কটের কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। মেঘনাদ-বধের যে তেজঃপ্রদীপ্ত ভাষা বঙ্গীয় কবিতায় এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, ক্যাপটীভ্ লেডীতে তাহার অঙ্কুর প্রথম উদ্ভিন্ন হইয়াছিল। মধুসূদনের ভাষা যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালি কবিগণের ভাষা হইতে বিভিন্ন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি তাহা কোমল-মধুর সংস্কৃত ভাষা হইতে শিক্ষা করেন নাই; সমধিক ওজোগুণান্বিত পাশ্চাত্য ভাষা সমূহ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্যাপটিভ্ লেডী পাঠ করিলে, মধুসূদনের রচনাপ্রণালীরও আদর্শ বুঝিতে পারা যায়। যে অলঙ্কার-বিন্যাস-প্রিয়তা মধুসূদনের রচনার একটী বিশেষ লক্ষণ,

ক্যাপটিভ্ লেডীর ভাষা ও ভাব।

ক্যাপটিভ্ লেডীর সর্ব্বত্রই তাহার আতিশয্য লক্ষিত হইবে। ক্যাপটিভ্ লেডীতে প্রযুক্ত অনেক অলঙ্কার ও ভাব, পরে, তিনি তাঁহার অন্যান্য কাব্যে, পরিবর্ত্তিত আকারে, ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা সেইরূপ দুই একটী স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ;

—Where upon the ocean tide,
Fair Lunka smiles in beauty's glow
And breathes soft perfumes, far and wide,
And sits her like a regal maid
In her gay, bridal wreathes array'd—১৩ পৃষ্ঠা

শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতীরে গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে বিহার সম্বন্ধে ;—

How fondly in the moon-lit bow'r
When mid-night came with star and flow'r
Young Krisna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there.—
Or, on the Jumna's holy stream,
Where star-light came to sleep and dream,
From his light skiff, that sped along,
His soft reed breath'd the gayest song,
Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-winds' sigh—so deep
Wing'd ravishment where'er it fell,
Love's accents in their airy spell.

* * * * —১৪ পৃষ্ঠা

রাক্ষসরাজকর্ত্তৃক সীতাহরণ সম্বন্ধে ;—

* * how to Beauty's lonely bow'r
The false one came at noon-tide hour,
And pluck'd its brightest, fairest flow'r ;

And on his airy-wheeled car
He wafted her to realms afar—
And how the Wanderer of the wood
Came home—but came to solitude—
And in his grief sought her in vain
O'er mount—in cave—by fount—on plain.—১৬ পৃষ্ঠা।

এইরূপ আরও অনেক স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কোন কোন স্থানের ভাব অবিকল একরূপ। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেতুবন্ধন সম্বন্ধে ক্যাপ্‌টিভ্ লেডীতে আছে;

"The very ocean wore his chain."

মেঘনাদবধে আছে, * * *

"আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে।"

গম্ভীর তুরীধ্বনি সম্বন্ধে ক্যাপ্‌টিভ্ লেডীতে আছে—

"From sunny vale, all green and deep,
Prolong'd that sound its onward sweep.
The warriors bow'd them on their steeds—
The Rishi paus'd to tell his beads—
The maiden from her fairy bow'r,
Started from dream of fount and flow'r,
The very babe e'en ceas'd to cry
And look'd up to its mother's eye.
As if in voiceless wonderment,—
It, too, its share of homage sent.—২১ পৃষ্ঠা।

প্রমীলার এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণের শঙ্খধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কার-শব্দ সম্বন্ধে মেঘনাদবধে আছে;—

* * "একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ; কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে

সাদীবর, সিংহাসনে রাজা, অবরোধে
কুলবধূ, বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে,
পর্ব্বতগহ্বরে সিংহ, বনহস্তী বনে,
ডুবিল অতল জলে জলচর যত॥"

ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট। কিরূপভাবে মধুসূদনের লিখন-প্রণালী গঠিত হইতেছিল, এবং বয়সের সঙ্গে তাঁহার শক্তি কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছিল, ইহা হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

ভিসনস্ অফ দি পাষ্ট ও তাহার অবলম্বিত বিষয়।

ক্যাপ্‌টিভ্ লেডীর সঙ্গে ভিসন্স-অফ্-দি-পাষ্ট (Visions of the past) নামক আর একটী অসম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিসন্স-অফ্-দি-পাষ্টের অবলম্বনীয় বিষয় কি, ইহার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আকার হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ বর্ণন করা, বোধ হয়, মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল। ভাষার গাম্ভীর্য্যে তাঁহার এই অসম্পূর্ণ কবিতাটী ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। ইহা পাঠ করিতে করিতে বায়রণের "ড্রীম" নামক কবিতা স্মরণ হয়। মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই অসম্পূর্ণ কবিতাটীতেই কেবল তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে; তাঁহার অন্য কোন প্রবন্ধে তাহার নিদর্শন নাই। ভিসন্স-অফ্-দি-পাষ্টের প্রারম্ভিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

I sat me by a shrine and heard a strain,
Sweet as thy whispers, Cedar'd Lebanon!
Which lull the weary pilgrim, when the sun
Seeks in wide ocean's gem-lit, vast domain
His mighty haunt: it sunk, then swell'd again,
High to the throne of Israel's Holy One,
Nor swell'd its vestal symphony in vain;—
Echo'd by sainted spirits He hath won!
The bridal song of her, the spouse below:

I wept!—How oft, oh world! thy harlot smile
Hath woo'd me from the fount whose waters flow
In beauty which dark Death will ne'er defile:
I wept! A Prodigal once weeping sought
His Father's breast,—and found love unforgot!—*

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের আলোচনা ত্যাগ করিয়া, এইবার, আমরা তাঁহার সাংসারিক জীবনের একটী প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব। স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি, একরূপ নির্ব্বাসিতের ন্যায়, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ করিয়া, এই স্থানে, তিনি প্রথমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। ক্যাপ্‌টিভলেডী প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে, তিনি রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্‌নাম্নী স্কচ্‌-বংশোৎপন্না একটী কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। রেবেকার পিতা একজন নীলকর এবং তাঁহার পিতামহ, ডুগাল্ড ম্যাক্‌টাভিস্‌, কডাপা জিলার নীলব্যবসায়ী

---

* মধুসূদনের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলেও, তাঁহার রচনাশক্তির ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের জন্য, আমরা তাঁহার ইংরাজী রচনা, মধ্যে মধ্যে, উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইংরাজী ভাষায় যে মধুসূদনের কিরূপ সুন্দর অধিকার ছিল, এবং ইংরাজী ভাষাতেও যে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন। সেইজন্য তাঁহার ইংরাজী রচনা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। যে সকল বাঙ্গালি, ইংরাজী ভাষায় দক্ষতার জন্য, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না। সুপ্রসিদ্ধ Travels of a Hindu নামক গ্রন্থ-প্রণেতা, বাবু ভোলানাথ চন্দ্র, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি মধুসূদনের ক্যাপটিভ-লেডী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

It rose as an aurora-borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengali poets, such as Kasi Prasad Ghosh, Raj Narayan Dutt, Guru Charan Dutt, O. C. Dutt and others; Modhu distances them all. ভোলানাথ বাবুর ন্যায় আরও অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, ক্যাপটিভ্‌লেডীর এইরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। "রৈস এবং রায়ত" "Reis & Ryat" সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্রিকায় ইহা সমগ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

আরবুথনট কোম্পানীর এজেণ্ট ছিলেন। মান্দ্রাজে, পিতৃমাতৃহীন য়ুরোপীয় বালকবালিকাদের জন্য, যে আশ্রম ছিল, রেবেকা তথায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মধুসূদন সেই আশ্রমের সংশ্লিষ্ট বালকদিগের বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। উভয়ের পরিচয় হইলে, মধুসূদন, কুমারী রেবেকার রূপগুণে আকৃষ্ট হন। অশিক্ষিতা ও অন্তঃপুরনিবদ্ধা বাঙ্গালী বালিকার অপেক্ষা শিক্ষিতা ও স্বাধীনতায় অভ্যস্তা য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিলে, সাংসারিক সুখের অধিক সম্ভাবনা, বাল্যাবধি মধুসূদনের এই সংস্কার ছিল। তিনি বলিতেন যে, "বাঙ্গালির মেয়ে রূপে, গুণে কখনই ইংরাজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হইতে পারে না।" য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে প্রতিবন্ধক ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তাহা দূরীভূত হইয়াছিল। সুতরাং, পরিণাম চিন্তা না করিয়াই, মধুসূদন তাঁহার দীর্ঘকালপালিত সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। রেবেকার আত্মীয়গণ প্রথমে এ বিবাহে সম্মত হন নাই; কিন্তু মধুসূদনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং সম্ভবতঃ কন্যার ধর্ম্মপিতা (God-father) জর্জ্জ নরটনের * মধ্যবর্ত্তিত্বে, অবশেষে, সম্মতিদান করিয়াছিলেন। নরটন মধ্যবর্ত্তী হইয়া মধুসূদনকে বিবাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সুখী করা নরটনের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক সুখ ও ধর্ম্মোপার্জ্জনই বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সুখী হইতে হইলে, যে সহিষ্ণুতার, স্বার্থত্যাগের এবং আত্মসংযমের প্রয়োজন, মধুসূদনের চরিত্রে তাহা ছিল না। আমার

সাংসারিক কথা—বিবাহ।

---

* জর্জ্জ নরটন মান্দ্রাজের "এডভোকেট জেনারেল" (Advocate General) এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ইনি মান্দ্রাজের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার (Eardly Norton) ইয়ার্ডলী নর্টনের পিতা। মধুসূদন তাঁহার ক্যাপটিভলেডী ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নর্টনের মধ্যবর্ত্তিত্বে মধুসূদনের বিবাহের কথা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন।

জীবনের সঙ্গিনী আমার অপেক্ষা নিকৃষ্টা হইলেও আমি তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রকারে আমার সমতুল্যা করিয়া লইব,—আমার যাহা আছে, তাহা তাঁহাকে দিয়া, এবং তাঁহার যাহা আছে, তাহা নিজে গ্রহণ করিয়া, আমি তাঁহাকে প্রকৃতরূপে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী করিব,—আমার সকল কামনা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইবে,—এ শিক্ষা মধুসূদন কখনও প্রাপ্ত হন নাই। ধর্ম্মনীতি হউক বা সমাজনীতি হউক, কোন প্রকার শাসন-নীতির অভ্য-ন্তরে বাস করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ক্যাপটিভ্ লেডীর প্রারম্ভে, নববিবাহিতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া, অনুরাগভরে, তিনি যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ভাবী জীবনে তাঁহার হৃদয়ের সে ভাব স্থায়ী হয় নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন কোন শিক্ষকের দুহিতা কুমারী হেন্‌রিয়েটার প্রতি তাঁহার অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছিল। পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং এই মহিলাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ইনিই সাধারণের নিকট মধুসূদনের পত্নী বলিয়া পরিচিতা। মধুসূদনের সহিত তাঁহার পত্নী রেবেকার ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র, কন্যাগণের সম্বন্ধ লোপ হইয়াছিল বলিয়া, আমরা আপাততঃ তাঁহাদিগের কোন উল্লেখ করিব না। ইহার পর তাঁহার পত্নী, পুত্রাদির কথা দেখিলে, পাঠক এই শেষোক্ত মহিলার ও তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র, কন্যাদিগের কথা বুঝিয়া লইবেন।

পত্নী ত্যাগ।

মধুসূদন জীবনে যে সকল অপকার্য্য করিয়াছিলেন, সমাজনীতির প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্যই তাহাদিগের প্রধান কারণ। তাঁহার বৈবাহিক জীবনের ব্যবহারও তাঁহার সমাজনীতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ফল। অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে চরিত্রের ও নীতির প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, তাঁহার জীবন যে কেবল তাঁহার স্বদেশীয়গণের আদর্শস্বরূপ হইত, তাহা নয়;

তাঁহার নিজের পক্ষেও শান্তিময় হইত। ক্যাপ্টিভ্ লেডীর উপক্রমণিকায়, মনোনীতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ;

I.

Come, list thee, gentle one !—and whil'st the lyre
  Breathes softer melody for thee, mine own ?
I'll weave the sunny dreams, those eyes inspire,
  In wreathes to consecrate to thee alone,—
Love's offering, gentle one !—to Beauty's queenly throne.

II.

'Tis sweet to gaze upon those eyes where Love
  Has treasur'd all his rays of softest beam ;—
'Tis sweet to see thee smile as from above
  Some child of Light—such as we often dream
Doth dwell on planet pale,—or star of golden gleam.

III.

The heart which once has sigh'd in solitude,
  And yearn'd t' unlock the fount where softly lie
Its gentlest feelings,—well may shun the mood
  Of grief—so cold—when thou, dear one ! art nigh,
To sun it with thy smile,—Love's lustrous radiancy ?

IV.

The home of youth, 'tis far,—Oh ! far away,—
  The hopes of youth, they've fled and taught to weep ;—
The friends of youth, e'en they,—oh ! where are they ?
  Ask memory and the dreams which haunt in sleep,—
Wing'd messengers and sweet from, Past ! thy donjon keep ?

V.

But must I weep, e'en now, as once I wept,
'Midst life's gay—crowded scenes, unmark'd and lone,
Where bitterest thoughts of solitude oft crept
To chill the bosom's glow, when thou, mine own !
Dost smile in tranquil joy, like star on sapphire throne ?

VI.

Yes,—like that star which, on the wilderness
Of vasty ocean, woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be hope writ on her brow on high,
He recks not darkling waves,—nor fears the lightless sky.

VII.

Oh ! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast,—her fairy shrine ;—
Woo'd by melodious worship !—Welcome then ;—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine,
Art thou not there—e'en thou—a priceless gem and mine ?

VIII.

Life hath its dreams to beautify its scene—
And sun-light for its desert ;—but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle Love : and thou to me
Art that sweet dream, mine own ! in glad reality !

IX.

Though bitter be the echo of the tale
Of my Youth's wither'd spring,—I sigh not now ;
For I am as a tree when some sweet gale
Doth sweep away the sere leaves from each bough,
And wake far greener charms to re-adorn its brow !

X.

Then come and list thee to the minstrel lyre,
And lay of Eld of this my father-land,
When first, as unchain'd demons, breathing fire,
Wild, stranger foe-men trod her sunny strand,
And pluckt her brightest gems with rude, unsparing hand.

XI.

The world's dark frowns may damp,—its coldness chill
The kindling altar which the Heart hath rear'd
For deep—devoted—life-long worship,—still
Be thine the soothing smile by love endear'd :—
Eve's dew must heal the flow'r by day's hot breathings sear'd!

নিদারুণ যন্ত্রণার ও প্রগাঢ় নিরাশার পর, মনোনীতা পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া, তিনি প্রথমে কিরূপ সুখের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, এই কবিতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু হায়! অসংযত-চিত্ত পুরুষের পক্ষে সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

গার্হস্থ্য অশান্তি।

এই কবিতা রচনার দ্বাদশ বৎসর পরে "আত্ম-বিলাপ" নামক কবিতায় তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গার্হস্থ্য সুখ তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই; নিদারুণ যন্ত্রণাতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। আত্ম-বিলাপ কবিতায় নিজের বৈবাহিক জীবনের প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

"প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি যতনে সাধে,
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক শিখা-লোভে, তুই, কালফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।"

কি দারুণ মর্ম্মবেদনায় মধুসূদনের প্রাণ অধীর ছিল, এই কয়টী পংক্তি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। তাঁহার নিজের অসংযতচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই যে তাঁহার অশান্তির প্রধান কারণ, সে কথা বলা অতিরিক্ত। রূপ-বিমুগ্ধ পতঙ্গ, যেমন, পরিণাম কি হইবে চিন্তা না করিয়া, প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, পতঙ্গবৃত্ত মধুসূদনও, তেমনই, "না দেখিয়া না শুনিয়া", সুখলালসায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। মধুসূদন অধীর—বাল্যাবধি আত্ম-সংযমে অনভ্যস্ত; প্রেমের জন্য, পতঙ্গের ন্যায়, প্রাণ আহুতি দিবার শিক্ষা তিনি কখনও প্রাপ্ত হন নাই। অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া, তিনি দগ্ধদেহে তাহা হইতে বিনির্গত হইয়াছিলেন। শরীরে প্রগাঢ় কলঙ্ককালিমা এবং হৃদয়ে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, এই তাঁহার চির-সহচর হইয়াছিল। হতভাগ্য কবি বায়রণের ন্যায় হতভাগ্য কবি মধুসূদনেরও জীবন অশান্তিময়, কলঙ্কময় কবি-জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

মান্দ্রাজে ক্যাপটিভ্ লেডীর সমাদর।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "ক্যাপটিভ্ লেডী" রচনা করিয়া, মধুসূদন মান্দ্রাজের কৃতবিদ্যসমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। জর্জ্জ নর্টনের ন্যায় কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং মান্দ্রাজের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহার কাব্যের সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল। আথিনীয়ম্ পত্রিকার কোন ইংরাজপত্র-প্রেরক, "ক্যাপটিভ্ লেডীর" সমালোচনা করিয়া, লিখিয়াছিলেন; "ইহাতে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা বায়রণ অথবা স্কট্ নিজের রচনা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না;" (what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own)। বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ-রচনা করিয়া পঞ্চবিংশবর্ষবয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে এরূপ প্রশংসালাভ, অবশ্যই গৌরবের বিষয়। কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষগণ যেমন সাধারণের

অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হন, তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষাও তেমনই উচ্চতর হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ প্রশংসা অন্যের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও মধুসূদন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। না হইবারও একটী বিশেষ কারণ ছিল। শূন্যগর্ভ প্রশংসা লইয়া পরিতৃপ্ত থাকা, কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ক্যাপটিভ্‌লেডী রচনার সময়ে কবির সাংসারিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল, উদ্ধৃত উপক্রমণিকার শেষ কয়টী পংক্তি হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার গৃহে অন্নাভাব ঘটিতেছিল, তিনি প্রশংসা লইয়া কি করিবেন? মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজের প্রশংসায় মধুসূদন, প্রথম প্রথম, বড়ই উল্লাসিত ও আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পরেই, নিরাশা ও অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বায়রণের, কেহ স্কটের কাব্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের তুলনা করিতেছিলেন; আর তিনি, মুদ্রাযন্ত্রের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিলেন। এরূপ অবস্থা গ্রন্থকারের পক্ষে বড় উৎসাহোদ্দীপক নয়। মধুসূদনের আশা ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন মান্দ্রাজ তাঁহাকে অর্থদানে উৎসাহিত না করুক, জ্ঞানোজ্জ্বল কলিকাতা, নিশ্চয়ই, তাঁহার কাব্যের সমুচিত সমাদর করিবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে মধুসূদনের সে আশাও উন্মুলিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে অর্থাগমের সুবিধা না হউক, অন্ততঃ, সুলেখক বলিয়াও, তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে সে সময়কার কলিকাতা-সমাজের অগ্রণী-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা "ক্যাপটিভ্ লেডী" সম্বন্ধে একরূপ উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে সকল সংবাদপত্র-সম্পাদকের নিকট "ক্যাপটিভ্ লেডী" সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেহই তাহার

কবির উল্লাস ও অবসাদ।

কলিকাতায় ক্যাপ্‌টিভ্‌-লেডীর অনাদর।

সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রশংসাজনক কথা বলিয়া, কবিকে উৎসাহিত করেন নাই। Hindu Intelligencer পত্রিকার সম্পাদক ও তাৎকালিক খ্যাতনামা কবি, স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকট মধুসূদন বড়ই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই। "হরকরা" পত্রিকা, সে সময়কার, ভারতীয় পত্রিকাসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহাতে "ক্যাপটিভ্ লেডীর" যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কবির পক্ষে উৎসাহ লাভ করা দূরে থাকুক, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার সুহৃদগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।* মধুসূদনের নিজের মনের বল যথেষ্ট ছিল; তীব্র সমালোচনায় সহজে নিরাশ হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। কিন্তু 'হরকরার' শ্লেষোক্তিতে তাঁহার বীর-হৃদয়ও আহত হইয়াছিল। নবীন কবিকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের দুরাশা যেন তিনি হৃদয়ে পোষণ না করেন, সম্পাদক এই ভাবেই তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। নিজের সাংসারিক অভাবের ও মানসিক অশান্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া, মধুসূদন ক্যাপটিভ্ লেডীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, "যে অবস্থায় পড়িয়া তিনি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কবিশক্তিবিকাশের উপযোগিনী নয়"। সম্পাদক, এই উপলক্ষ করিয়া, তাঁহার দরিদ্রাবস্থারও প্রতি বক্রোক্তি

---

* হরকরার সমালোচনায় মধুসূদনের বন্ধুগণ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবে। তিনি হরকরায় ক্যাপটিভ লেডীর সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছিলেন; "I am not in the habit of reading any of the papers, and thus am happily saved the pain which I should otherwise derive from the sight of a friend roughly used by those *bloody cutthroats, the Calcutta Editors*."

হর্‌করা পত্রিকার বক্রোক্তি।

করিতে ক্রটী করেন নাই।* মধুসূদনের সাহায্যার্থ, তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ, "ক্যাপটিভ্ লেডী" বিক্রয়ের জন্য, চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। কিন্তু, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, তাঁহারা পঞ্চাশ, ষাট জনের অধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দুই একজন কৃতবিদ্য, অথবা পদস্থ ব্যক্তি গ্রন্থকারকে মৌখিক উৎসাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

---

* হর্‌করার সেই শ্লেষোক্তিপূর্ণ সমালোচনা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"The Captive Lady", the author in his preface informs his reader, "was originally composed in great haste for the columns of a local journal, the Madras Circular and General Chronicee" but he does not tell us why he was in such a hurry about it, and we cannot imagine the necessity. He says further that it was produced "in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life. Want and Poverty, with the battalions of Sorrows which they bring, have but little inspiration for their victim". Possibly had our poet looked the ugly realities of life manfully in the face, instead of trying to abstract his thoughts from them, he might not have been dependent on Want, Poverty & Co. for his inspiration. We are not of them that think a poet must necessarily be poor and miserable ; but we believe that a youth,

"Who pens a stanza when he should engross"

has only himself to blame, if his pen brings him neither fame nor food. These verses of M. M. S. Dutt are very fair amateur poetry ; but if the power of making has deluded the author into a reliance on the exercise of his poetical abilities for fortune and reputation, or tempted him to turn up his nose at the more commonplace uses of the pen, the delusion is greatly to be regretted. We believe that none of our Calcutta Dutts have fallen into this ruinous error. * * *

Bengal Hurkara, Saturday Evening, May, 19, 1849.

মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা তাঁহার গ্রন্থের গুণের জন্য নয়, তাঁহার নিজের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনার্থ। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে মধুসূদন কখনও কাহারও অনুগ্রহের বা অনুকম্পার ভিক্ষুক ছিলেন না। যাঁহারা কাব্য-জগতে সকলের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবেন, এবং তাঁহার কবিত্বের গৌরবে জগৎকে বিস্মিত করিবেন, "astound the world with his fame" বাল্যাবধি ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুতরাং এরূপ অনুকম্পাপ্রদর্শনে, উৎসাহিত না হইয়া, তিনি বরং ব্যথিত হইয়াছিলেন। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য তিনি বুঝিতেন; উপেক্ষাকারীর উপেক্ষা এবং অনুকম্পাশীলের অনুকম্পা সমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি, স্বতন্ত্র পথ দিয়া, লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

ক্যাপটিভ্ লেডীর অনাদরে মধুসূদনের মনের ভাব।

মধুসূদন অনেক বিষয়ে চপল ও অস্থির-চিত্ত ছিলেন; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কখনও মতিভ্রম হয় নাই। সাহিত্যের সেবা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব, এ সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্য, ধ্রুবতারার ন্যায়, চিরদিন নিশ্চল ছিল। নিন্দা, উপেক্ষা, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি, কিছুতেই তিনি সে লক্ষ্য হইতে বিচলিত হন নাই। ক্যাপ্টিভ্ লেডী প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার জীবনের প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমে অকৃতকার্য্য হইলে, অনেকেই নিরাশ্বাস ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। কিন্তু মধুসূদন ভগ্নোদ্যম হইবার পাত্র ছিলেন না। "ক্যাপ্টিভ্ লেডী" অনাদৃত হইলেও তাঁহার লক্ষ্য পূর্ব্বের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট রহিল; তবে এক বিষয়ে একটী অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য, এতদিন তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহার দুর্গমতা অনুভব করিতে পারিলেন। "ক্যাপ্টিভ্ লেডী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইংরাজী সাহিত্যেরই অনুশীলন দ্বারা তিনি

অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু এখন হইতে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। সুস্পষ্টরূপে, তখনও, বুঝিতে না পারুন, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার উপলব্ধি জন্মিল যে, সেক্সপীয়ারের এবং মিল্টনের ভাষায় চিরস্থায়ী কীর্ত্তিলাভ করা বিদেশীয়ের পক্ষে সহজ নয়। মান্দ্রাজে কেহ তাঁহাকে এরূপ কথা বলেন নাই। কিন্তু কলিকাতার যাঁহাদিগের নিকট তিনি বিশেষ সমাদরের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই, একজন তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষরূপ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি আমাদিগের দেশের স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তক, সুপরিচিতনামা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। মহাত্মা বেথুন, তখন আমাদিগের দেশের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষাসমাজের (Education Council) সভাপতি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির মতামত যে কতদূর মূল্যবান্, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বেথুন যে ভাবে ক্যাপটিভ্ লেডীর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই তাঁহার ন্যায় মহাত্মার উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি, হরকরা সম্পাদকের ন্যায়, গ্রন্থকারকে ব্যঙ্গ করিয়া, তাঁহার প্রথম উদ্যমে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। সস্নেহ উপদেশ-বাক্যে, তাঁহার অবলম্বিত পথের কুটিলতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য, অপেক্ষাকৃত সরল, সুগম পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মহাত্মা বেথুনকে কেবল বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা, বোধ হয়, অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য, আমরা যে সকল বৈদেশিক পুরুষের নিকট ঋণী আছি, মহাত্মা বেথুন তাঁহাদিগের অন্যতম বলিলে, কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাৎকালীন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাঙ্গালা সাহি-

বেথুনের উপদেশ ও পত্র।

ত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিবার জন্য, তিনি যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদিগের মধ্যে আর কেহই সেরূপ করেন নাই। সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভাস্থলে বক্তৃতায়, কথোপকথনকালে, এবং পত্রে, সর্ব্বদাই, তিনি বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করিতেন। শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষরূপে যখনই তিনি কোন বিদ্যালয়ের পুরস্কার-প্রদান-সভায় উপস্থিত থাকিতেন, তখনই তিনি, সেখানকার ছাত্রদিগের হৃদয়ে যাহাতে বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয়, তজ্জন্য উপদেশদান করিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের হৃদয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইতেছে কি না, ইহাই, অনেক স্থলে, তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল। এরূপ অবস্থায় মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান্ নবীন লেখককে যে, তিনি, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে উপদেশ না দিয়া নিরস্ত থাকিবেন, তাহা কখনও সম্ভব নয়। মধুসূদন গৌরদাস বাবুর দ্বারা বেথুনকে তাঁহার "ক্যাপটিভ্ লেডী" উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বেথুনকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাঁহার দ্বাদশ সংখ্যক পত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে। বেথুন, প্রত্যুত্তরে গৌরদাস বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি বেথুনের কিরূপ অনুরাগ ছিল, এই পত্র তাহার সাক্ষ্যদান করিবে।

CHOWRINGHEE
20 July, 1849.

Sir,

I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity, through you, of endeavouring to impress on him the

same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional excercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.*

I am,

Sir,

Your obedient servant

J. E. D. BETHUNE.

---

* এই পত্র লিখিবার সমকালেই বেথুন শিক্ষাসমাজের সভাপতিরূপে কৃষ্ণনগর কলেজের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেও অবিকল এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"It is impossible that the English language can ever become familiar to the millions of inhabitants of Bengal ; but, if you do

মহাত্মা বেথুনের ন্যায় মধুসূদনের বন্ধুগণও তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ গৌরদাস বাবু, যদিও নিজে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, তথাপি মাতৃ-ভাষার অনুশীলন ভিন্ন যে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা বুঝিতেন। সেই জন্য তিনি, বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য-রচনার জন্য, মধুসূদনকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। বেথুনের পত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ;—

"His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. "The taste and talents you have cultivated" would rebound much to the honor and advantage of your country, "if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your

---

your duty, the English language will become to Bengal what, long ago, Greek and Latin were to England ; and the ideas which you gain through English, learning will, by your help, gradually be diffused by a vernacular literature through the masses of your countrymen. The language of Bengal is now as rude and uncultivated as that of England was five hundred years ago. It is your taste and your learning by which it is to be cultivated and adorned. This is the language which I have constantly held to those young men in Calcutta, who have brought for my opinion, with intelligible pride, their English compositions in prose and verse. I have told them, while awarding the praise that I have thought due to many of these productions, that if they would follow my advice, they would not seek for distinction by such channels : but, if their talents and disposition led them to authorship, they would attain a more lasting, reputation, either by original compositions in their own language, or by transfusing into it the master-pieces of English literature. There is great glory in store for those who will be the first to achieve success in this path."

own language, if poetry at all events you must wriie". We do not want another Byron or another Shelly in English; what we lack is a Byron or a Shelly in Bengali literature."

প্রিয় সুহৃদ্ গৌরদাসবাবুর এইরূপ অনুরোধ, মহাত্মা বেথুনের সস্নেহ উপদেশ, এবং কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য মধুসূদনের পক্ষে, পরিণামে, মঙ্গলজনক হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশীয় ভাষায় যতই অধিকার থাকুক, তাহাতে কবিতা রচনা করিয়া চিরস্থায়ী গৌরব-লাভ করা কাহারও পক্ষে সহজ নয়। শুভক্ষণেই মধুসূদনের মনে এ কথা উদিত হইয়াছিল। যদি তিনি, স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবা না করিয়া, কেবলই ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কখনই স্থায়ী গৌরবলাভে সক্ষম হইতেন না। বিদেশীয় কবির লিখিত কবিতা কোন জাতির জাতীয় সাহিত্যে স্থায়ী হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতালীয় কবি পেত্রার্কা এবং ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টন উভয়েই লাটিন ভাষার অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহাদিগের মাতৃভাষায় লিখিত কবিতা ইঁহাদিগকে অমর করিয়াছে, কিন্তু ইঁহাদিগের লাটিন রচনার সংবাদ রাখেন কে? স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শশিচন্দ্র দত্ত এবং কুমারী তরু দত্ত প্রভৃতি আরও দুই একজন ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বিদেশীয়ের পক্ষে সেরূপ লেখা অবশ্যই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু কয়জন ইংরাজ বা সুশিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার সংবাদ রাখেন? তাঁহাদিগের মাতৃভাষা না হইলেও যে, তাঁহারা ইংরাজীতে সেরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাদিগের যাহা কিছু প্রশংসা;

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থরচনার তারতম্য।

ইংরাজী সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা নয়। পঞ্চাশৎ বৎসর পরে কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থের নাম শুনিবে কি না সন্দেহ। মধুসূদনও যদি "ক্যাপটিভ-লেডী" বা সেইরূপ আরও দুই একখানি কাব্য লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহাদিগেরই ন্যায় প্রশংসা লাভ করিতেন। কিন্তু শুভক্ষণে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার শৈশবের অনাদৃত মাতৃভাষায় উপর নিপতিত হইয়াছিল, এবং মাতৃভাষার অনুশীলন করিয়া যাহাতে তিনি স্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলনে কিরূপ প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মাতৃভাষা বলিয়া তাহাতে, স্বভাবতঃ, তাঁহার যতটুকু অধিকার ছিল, মান্দ্রাজে আলোচনার অভাবে তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। তথাপি তাঁহার সংস্কার জন্মিল যে, বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহার কবিশক্তি বিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং তাহাতেই তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন। মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশে, এই সময় হইতে, তিনি, বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায়, আগ্রহ ও পরিশ্রমে নানা ভাষা ও নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের এই সময়কার অধ্যয়নপ্রণালী সম্বন্ধে মধুসূদন গৌরদাস বাবুকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাসিতার ও ভোগাসক্তির মধ্যে মধুসূদনের বিদ্যোপার্জ্জন-স্পৃহা কিরূপ প্রবল ছিল, পাঠক ইহা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। মূল ইংরাজীপত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা তাহার কয়েকটী পংক্তির অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশ করিতেছি। * মধুসূদন আলস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছেন সন্দেহ করিয়া,

---

* ত্রয়োদশ পত্র দেখুন।

গৌরদাস বাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন; "এরূপ বৃথা সময়ক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়; তুমি যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্রদ হইত।" মধুসূদন প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন; "আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালকের অপেক্ষা অধিক কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ; ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হিব্রু; ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক; ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন, এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরাজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না" ? * বিধাতা মধুসূদনকে স্বাস্থ্য ও প্রতিভা উভয়ই মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, বিদ্যোপার্জ্জন সম্বন্ধে তিনি তাহার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে তিনি যে বিদ্যাবত্তায় সকলের অগ্রগণ্য, তাহা, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মধুসূদনের অধ্যয়নশীলতা।

মধুসূদন, মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য, এইরূপে প্রস্তুত হইতেছিলেন বটে, কিন্তু মান্দ্রাজে তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রন্থ-রচনা দ্বারা তথায় প্রতিষ্ঠালাভের সুবিধা দূরে থাকুক, বৎসরান্তে কাহারও সহিত মাতৃভাষার একটী বাক্য বিনিময়েরও সুবিধা ছিল না। আট বৎসরব্যাপী প্রবাস বড় সামান্য সময় নয়; এই দীর্ঘ

---

* "My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine : 6—8 Hebrew ; 8—12 school ; 12—2 Greek ; 2—5 Telegu and Sanskrit ; 5—7 Latin ; 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?"

প্রবাসের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার যৎসামান্য যে জ্ঞান ছিল, তাহাও ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার সহিত পাছে তাঁহার সম্বন্ধ লোপ হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহার বাল্যের প্রিয়-গ্রন্থ কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আনাইয়া পাঠ করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি যে আবার মাতৃভাষার অনুশীলন করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার নিকট দুরাশা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে কতকগুলি কারণে মধুসূদনের মান্দ্রাজত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন; তাঁহার ভাবী জীবনের পথও সেই সঙ্গে পরিষ্কৃত হইল।

সাংসারিক অবস্থা; মান্দ্রাজ-ত্যাগ।

মধুসূদনের মান্দ্রাজ গমনের তিন বৎসর পরে, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর সময় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার মাতার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাতার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে মধুসূদনের পিতাও পরলোক গমন করেন। মধুসূদন সে সংবাদ অবগত হন নাই। তাঁহার আত্মীয়, স্বজনগণ তাঁহার কোন সংবাদ রাখিতেন না; তিনিও তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন না। মধুসূদন পরলোক গমন করিয়াছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মধুসূদনের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়, বন্ধুগণের স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন; তাহার উপর আট বৎসর-ব্যাপী প্রবাসের ফলে এমনই ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার পিতৃগৃহে তাঁহার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবার লোক কেহ ছিলেন না। স্বদেশে, বিদেশে সকলেই তাঁহার কথা ভুলিয়া আসিতেছিলেন; কেবল একজনের নিকট তাঁহার স্মৃতি, সমভাবেই, জাগরূক ছিল। তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ গৌরদাস বাবু তাঁহার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি পুর্ব্বেরই ন্যায় সস্নেহে মধুসূদনকে পত্র লিখিতেন, এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থার অনুসন্ধান

লইতেন। মধুস্থদনের পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন যে, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যে আসিয়া অধিকার করিতেছে; অথচ মধুস্থদন বিদেশে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছেন। তিনি মধুস্থদনকে, স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য, অনুরোধ করিয়া, পত্র লিখিলেন। এদিকে মধুস্থদনেরও সাংসারিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। কল্পনায় তিনি যে সুখের বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সুখ, কিছুই তাঁহার ভাগ্যে স্থায়ী হয় নাই। তিনি মান্দ্রাজের একমাত্র দৈনিক-পত্রিকা "স্পেক্টেটরের" (Spectator) সহকারী সম্পাদক এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুলেখক বলিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। চিরাভ্যস্ত অপরিমিত-ব্যয়িতা দোষে তিনি তখনও অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন, এবং নিজের উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত ব্যবহারের জন্য তাঁহার পারিবারিক জীবনও অশান্তিময় হইয়াছিল। মান্দ্রাজ তাঁহার নিকট কণ্টক-শয্যায় পরিণত হইল। "ক্যাপ্‌টিভ-লেডী" রচনার পর, এবং তাঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তিনি উৎসাহে লিখিয়াছিলেন।— "Heigh ho! my stars are brightening"—কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় নাই; তিনি কেবল বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন মাত্র। নিরাশায় মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি শেষে বলিতে বাধ্য হইলেন, "হায়! সাংসারিক উন্নতির জন্য যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না ("I have not thriven so well in the world as I had expected")। বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের জন্য গৌরদাস বাবুর আহ্বান তাঁহার নিকট বড়ই সময়োপযোগী বোধ হইল। তিনি মাতৃভূমির ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে,

আট বৎসর কাল বাসের পর, মান্দ্রাজ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মান্দ্রাজ-প্রবাসকালে লিখিত কয়েকখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া, আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। কি অবস্থায় মধুসূদন মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কি অবস্থায় ক্যাপ্‌টিভ-লেডী রচিত হইয়াছিল, হর্‌করার তীব্র সমালোচনা পাঠ করিয়া কবির মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, এবং তাহার পর, মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য, তিনি কিরূপ যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত এইরূপ অনেক বিষয়, পাঠক, এই সকল পত্রে, মধুসূদনের নিজের কথায়, অবগত হইতে পারিবেন।

অষ্টম পত্র।

নিম্নসন্নিবিষ্ট পত্র মধুসূদনের মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরে গৌরদাস বাবুকে লিখিত।

MADRAS MALE ORPHAN ASYLUM,
BLACK TOWN.
14th February, 1849.

MY DEAREST FRIEND,

By my troth you wrong me! It is impossible for me to forget you,—and you may rest assured that I have often and often thought of you with feelings of deeper love than many whom I know. When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival

here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for a friendless stranger. However,thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale !—Here's a simile for you, my boy !

Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency, I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well !" I am sorry to hear of your severe loss, but I trust, you have sense enough not to murmur against One whose wisdom is infinite and who is—merciful God ! You will, I am sure, be surprised to hear that, though beset by all manner of troubles, I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author. The volume will consist of a tale in two cantos, yclept the "Captive Ladie" and a short poem or two. I must give you a description of my "Captive." It contains about twelve hundred lines of good, bad and indifferent octo-syllabic verse and (truth, 'pon honour !) was written in less than three weeks.

I wrote it for the pages of a local paper, the editor of which, one of the most eminent in India, has been blowing my trumpet like a jolly fellow. It has excited great attention here, and many persons of superior

judgment and acquirements have induced me to re-publish it in a *bookish* form. So, the printer's Devils are already at me. Now, my dear fellow, I have to ask a favour of you. I am publishing my book by subscription. There are very few persons here whom I know; consequently I cannot expect to cover the expenses of printing (very great in Madras), by what the book will fetch here. Can't you get me a few subscribers? I am sure, if you try, you will succeed. Two Rs. per copy is the charge. Surely you will get, at least, 40 even from amongst our old school-fellows. Let me know, before the beginning of next month, the number of copies you want. I have a capital opportunity of sending them without incurring any expense whatever. A gentleman (one of the students of Bp's College), who is now here on a visit to his father has kindly promised to take as many copies as I wish to send with him. He leaves Madras by the middle of next month. Now old boy! show me how you love me. I declare to you solemnly that I do not wish to make any profit by it. All that I wish, is just to escape loss. Circumstanced as I am, it will not do for me to get into debt. Where are (I) B. B. Dutta, (II) Hurry, (III) Bhoodeb, (IV) Sham, (V) Soroop, &c.?* My kind remembrances to them. Won't they get me a few subscribers? I trust you will not lose a moment in forwarding my views. I have written to Mr. Montague of the H. College to get me a few subscribers, so much for business.

---

* ইহারা মধুসূদনের বাল্যবন্ধু। ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

I say, old Gour Dass Bysack! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharut by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Doss Bysack?

As an equivalent, send the following to Bp's College, you will get all the books, I have left behind me. Cut off the above and send it in a cover. Now, don't disappoint. You can easily ship the books or get them sent to the care of some house of agency here. I am ready to pay the freightage. What more, just now, my dear fellow! When I have time, I shall give you a full detail of my-self. So, let me conclude, now, with the real, heart-felt, true, sincere, assertion that I am

Ever your affectionate,
M. DUTTA.

P. S. I write this from my place of business, (to which address) so that, as soon as I go home, I shall communicate all that you say to Mrs. D. I have no doubt but that she will feel highly flattered. She is a very fine girl. Old boy, if you see Mr. Ghose, * please give my respects to him. What are you doing with yourself now? Are you employed any where or "cutting it fat"—eh?

---

* ইনি মধুসূদনের পরিচিত জনৈক খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক।

নবম পত্র।

ক্যাপ্‌টিভ লেডী রচনা সম্বন্ধে—বাবু গৌরদাস বসাককে লিখিত ;—

MADRAS
19th MARCH,
1849.

MY DEAREST FRIEND,

I hardly know how to thank you for your letter ;—accept my best thanks for your exertion on my behalf. I have just heard from my old friends—Buncu, Soroop and Bhoodeb. I shall write to them as soon as I have time. Pray, tell them so with my kind love. The "Captive" is nearly ready—I am going to dedicate it to George Norton Esqr., the Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the Poem to him and sent the whole of the 1st and part of the 2nd Cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patronage. I wonder how the Calcutta critics will receive me.

You are right.—I ought to have sent a prospectus to you. However, better luck next time ; it is too late now. I have, (would you believe it ?) commenced and written greater part of the 1st canto of another Tale ! If I can work out my thoughts, it will be a glorious Poem, I promise you. I write this with a severe head-ache, so you must excuse my blunders. So, old Bhoodeb has

got into the Madriasa. He is a nice fellow,—I always thought so. Has Soroop commenced merchant on his own account, or is he still under his brother?

As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants";—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash feringee" Talking of my good lady puts me in mind of the introduction of the "Captive" addressed to her. I give you a few specimens. Let me know what you, Buncu, S. and Bh. think of them.

Oh! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast, her faery shrine,—
Woo'd by melodious worship! welcome then,—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine:
Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine?
Life hath its dreams to beautify its scene;
And sun-light for its desert: but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle love, and thou to me
Art that sweet dream, mine own, in glad reality!

Are these readable, old fellow? I shall give you two stanzas more. The introduction contains eleven.

* * * *

Yes—like that star which on the wilderness
Of vasty ocean woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be hope writ on her brow on high
He recks not darkling waves nor fears the lightless sky.

* * * *

I am too lazy to write more. You must wait till the appearance of the Poem itself. If I meet with a favourable reception from the public for my "Captive," I shall come out again before the pot cools. All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation with a few hundreds a month. Who will give it me? Is there none in India? Time will show!

Excuse this foolish letter,—I am sure it's very foolish —full of nonsense, egotism and what not? I trust it won't give you a head-ache to read it. With kindest regards to all,

I remain,
My Dearest Friend,
Your affectionate
M. DUTT.

P. S. Where's Harry? I say, Gour, did you ever see friend Bhoodeb's mother? Do you know that I have not yet forgotten her queen like appearance, though it is 8 years since I saw her and that, too, only once? When I think of an Indian Princess, I think of Bhoodeb's mother and an aunt of mine, now dead. She *was* or *is* (which ?) one of the handsomest Bengalee ladies, I ever saw. I shall embody my recollection of Bhoodeb's mother and my aunt into my next heroine. Pray, tell Bhoodeb that when he gets my Poem, he will be surprized at my knowledge of Hindu Antiquities, for it is a *thorough* Indian work, full of Rishis—Calis—Lutchmees Camas, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped. The 1st canto contains

an episode called the "Raj-shooya Jujnam" with a terrible battle and "a' that." Adieu !

My Bp's College friends have beaten you. To your "18" they have "25." Dost comprehend ? eh ?

নিয়সন্নিবিষ্ট পত্রখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত। ভূদেব বাবু, এই সময়, সিনিয়রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিতেছিলেন।

দশম পত্র।

MADRAS,
27th May, 1849.

MY DEAR BHOODEB,

Having a few moments to spare, I sit down to devote them to one of the pleasantest tasks I could think upon, namely, writing to you.

When I received your thrice-welcome letter, I was too busy to reply. The conception, birth and growth of a new Poem have hitherto deprived me of that pleasure,—for pleasure it is, I swear to you

This same new Poem is not entirely finished. I have just got upwards of 12 or 13 hundred good, bad and indifferent verses, yclept the heroic. More of this anon.

Now, my dear fellow, I hope you know that silence is, in some cases, more expressive than the loudest shandy, because I don't mean to trumpet out the joy, I feel, at the resurrection (so to call it) of our friendship.

Have you—Oh ! have you received the d—d "Captive Ladie" ? By Doorga—I am mad with vexation. If you